চৈত্র মাসের সং

নিত্য নূতন নানারকম সং

মুদ্রাকরের গর্ভ হ'তে, ছুটে এলাম
রাজপথেতে, পাঁচটী পয়সা সিন্নি দিয়ে,
সবাই ঘরে যাওগো নিয়ে ॥

God Bless our King and Queen
Governor, Viceroy.
Our New Year's Eve To-day being
Pray, remain in joy.

Compiled and Published
BY
B. K. Chatterjee.
&
J. N. Ghosh.

সন ১৩২৩ সাল।

চৈত্র মাসের সং

নিত্যে হরেকরকম সং

মুদ্রাকরের গর্ভ হ'তে, ছুটে এলাম
রাজপথেতে, পাঁচটী পয়সা সিন্নি দিয়ে,
সবাই ঘরে যাওগো নিয়ে ॥

God Bless our King and Queen
Governor, Viceroy.
Our New Year's Eve To-day being
Pray, remain in joy.

Compiled and Published
BY
B. K. Chatterjee.
&
J. N. Ghosh.

সন ১৩২৩ সাল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সাধারণের বিশেষ অনুরোধে গত বৎসর হইতে সং এর বই ছাপা হইতেছে; কারণ দারুণ ভিড়ে সংএর ছড়া কিম্বা গান, দূরে দূরে থাকিয়া শুনিতে পাওয়া অসম্ভব। তাহা ছাড়া এই মহানগরীর কেবলমাত্র কতক রাস্তা দিয়া সংএর গতিবিধি; ইহাতে সকলের ভাগ্যে সং দর্শন ঘটিয়া উঠে না। যদি কেহ সংএর বক্তৃতা ও গান শুনিতে বুঝিতে না পারিল তবে এই দারুণ গ্রীষ্মে গলদ ঘর্ম্ম হইয়া এবং সহস্র সহস্র অর্থ ব্যয় করিয়া সং সাজিবার আবশ্যক কি? যাঁহাদের সং এর উপর অন্যরূপ ধারণা, বিনা পুস্তকে তাঁহারা কেমন করিয়া বুঝিবেন যে সমাজের উন্নতি কল্পেই বৎসরান্তে সংএর আবির্ভাব? পুস্তকের সাহায্য ভিন্ন পৃথিবীর কোন বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে কি? এমন অনেক আছেন যাঁহারা ভাবেন যে বই বিক্রয় করিয়া সংএর খরচ তুলিয়া লইবার জন্যই পুস্তক মুদ্রিত করা হয়। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া যদি তাঁহারা এই দারুণ দুর্মূল্যের দিনে ছাপাইবার খরচের বিষয় একটু তলাইয়া দেখেন তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিবেন চার পাঁচ পয়সা করিয়া বই বিক্রয় করিয়া ঘর হইতে কিছু দিতে হয়। দেশ বিদেশে সংএর প্রচার কল্পে, এবং সংটী যে শিক্ষা বিভাগের অংশ বিশেষ এবং জন সাধারণের বিশেষ সমাদরের জিনিস কেবলমাত্র তাহা দেখাবার জন্যই নানাপ্রকার বিঘ্ন বাধা ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পুস্তক মুদ্রিত হইল। ইতি।

প্রকাশক—

সং ।

অনেকেই জানতে চান, সংএর অর্থ কি। তাই আজ সংসেজে সবার মাঝে কিছু বলতে এসেছি॥ সংটা আর কিছু নয় খালি দুনিয়া শিক্ষা দিতে। নিয়ে বাৎসরিক হিসাব নিকাস আসি সংক্রান্তিতে॥ যদি পুরাণ খুলে পাতাতুলে দেখেন চক্ষুমিলে। দেখবেন রংবের এর কতসং ছিলগো সেকালে॥ আবহমান কালহতে হয়ে আসছে সং। দেবতারা সব সংসেজে করেছে কত রং॥ সেই বাণরাজা নিজদেহ ফুড়ে নানা বাণে। সংএর সৃষ্টি করেছিলেন এই চৈত্র সংক্রান্তির দিনে॥ এই চড়কের ও সৃষ্টিহল সেই দিন হতে। স্পষ্ট করে লেখা আছে দেখুন পুরানেতে॥ (বসায়ে) হরপার্ব্বতী সিংহাসনে যত দেব দৈত্যগণ। বৎসরান্তে সংএর মেলা করিল সৃজন॥ স্বয়ং নটকুল চুড়ামনি সেজে নটনটী। সস্ত্রীক কেমন সং দেখালে পরিপাটী॥ এই আদ্দি কালের বদ্দিবুড়ো সেজে রূপবতি নারী। বৃন্দাবনে কেমন ছলা করলে বলিহারী॥ বুড়ো ধড়া পরে কত করে পেয়ে গো রেহাই। এখন গোপেশ্বর হয়ে আছেন জানেনত সবাই॥ বুড়ো ত্যজে সতী রূপবতী বিয়ে দোজপক্ষের করে। রাখলে তারে মাথার উপর কত সমাদরে॥ খেলে মাগের লাথি পেতেছাতি কেমন মজার সং। দেবতারা সব অবাক হল দেখে বুড়োর ঢং॥ তাতার যেমন মাপও তেমন হয়ে উন্মাদিনী। নিজের রক্ত নিজে খেলে এমনি মেয়ে তিনি॥ সেই কাল ছোঁড়া পরে ধড়া আয়ানের ঘরে। কেমন সং সেজেছিল শ্রীরাধার তরে॥ সুবলভায়া সেজে রাধা রইল রান্নাঘরে বসে। রাধা ধরে সুবল বেশ গেল কেলে ছোঁড়ার পাশে॥ কোলে নিয়ে গাভীবৎস কুচদ্বয় ঢেকে। কেমন ছুঁড়ী দিলে ধুল আয়ানের চোখে॥ নেংটাকরে যত ছুঁড়ীর কাপড় কেড়ে নিয়ে। কেমন সং দেখিয়েছিল কদমগাছে গিয়ে॥ নিয়ে গোপ-বালা রাসলীলা করে কত ঢং। বৃন্দাবনে দেখিয়ে গেছে কত রং বেরংএর সং॥ ছুঁড়িদের সব মান বাড়াতে সং সেজেগো কেমন। কোটাল সেজে অসি করে দেখালে কত রং॥ আবার সেজে বুড়ী থুতথুড়ী শ্রীমস্তকে

নিয়ে। কেমন সং দেখিয়েছিল মশানেতে গিয়ে॥ মহাভারত রামায়ণের বলব কি আর ছাই। প্রতি পাতায় পাবেন সং পড়লে পরে ভাই॥ করে কোয়াশা বৃষ্টি ঢেকে সৃষ্টি পরাশর মুনী। কেমন সং দেখিয়ে ছিল ভাবুন দেখি ইনি॥ মৎস্য গন্ধার গর্ভহল জন্মাল বেদব্যাস। তবু সে রহিল সতী (পুরাতে) শান্তনুর আশ॥ এই বেদব্যাস মাতৃ আজ্ঞা করিতে পালন। ভ্রাতৃ বধু পত্নীরূপে করিল গ্রহণ॥ ভাবুন দেখি সেকালেতে ঋষী মুনীগণ। রং বেরংএর সং তারা সেজেছে কেমন॥ ঋতুপর্ণ রাজার গৃহে কেমন নলরাজা। কলির কোপে ঘেসেড়া সেজে রং করলে মজা॥ একটা মাগির পাঁচটা ভাতার দেখুন কেমন রং। হিজড়া সেজে বিরাট গৃহে দেখালে কেমন ঢং॥ ভায়ে ভায়ে হাতা হাতি কুরুক্ষেত্র রণে। কেমন সং সব দেখিয়ে গেছেন ভাবুন দেখি মনে॥ মাগের কথায় বুড়োমিন্সে দিয়ে ছেলে বনবাস। অযোধ্যাতে কেমন সংএর করেগেছে চাষ॥ বিভীষণে সিঁড়িসণে ফেলতে রাবণরাজা। সবংশেতে নিধন হল এমনি সংএর মজা। স্বয়ং ভগবান সং সেজে দশ দশবার। কেমন মজা দেখিয়ে ছিলেন দেখুন একবার॥ সেই অতল সমুদ্র হ'তে বেদ উদ্ধারিতে। মীন সং সেজে ছিলেন এই পৃথিবীতে॥ কূর্ম্ম সেজে পৃথিবী পৃষ্ঠে করিল ধারণ। বরাহ সেজে হিরণ্যাক্ষ করিল ছেদন॥ পেহ্লাদের বাপের কাঁসালে ভুড়ি নৃসিংহ সংসেজে। বামন হয়ে পাতালেতে পুতলে বলিরাজে॥ বিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিতে ধরণী। টাঙ্গি কাঁধে পরশুরাম সেজে ছিলেন ইনি॥ রক্ষঃকুল শিরোমণি বধ করিতে রাবণ। রামরূপ ধরে ছিলেন শ্রীমধুসূদন॥ পৃথিবীর ভার হরণ কর্ত্তে সেজে হলধর। কেমন সং সেজে আসছেন বলুন পর পর॥ অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিতে এবার। কেমন সং সেজে ছিলেন হয়ে বুদ্ধ অবতার॥ মোহিত হয়ে মজে গেল চীন ও জাপান। এই সংয়ের জোরে ঘরে ঘরে উঠল বলিদান॥ অধর্ম্মের বাড়াতে মান হলেন কল্কি অবতার। ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ হ'ল উঠল হাহাকার॥ শ্রীচৈতন্য জগৎমান্য যত নেড়ানেড়ী নিয়ে। কেমন সং বার করে গেছেন দেখছেন তো চেয়ে॥ কেটে তিলক মাটী পরিপাটী দিয়ে গড়াগড়ি। গোবিন্দের কৃপায় পুত্রবতী হোল কত ছুঁড়ী॥

আর কত বলব ভাই দেব রঙ্গ লীলা। শুনতে গেলে স্বর্গ থেকে বোলবে আমায় শালা॥ একালের সং অন্ত প্রকার শিক্ষা দিতে গো সমাজ। নানা প্রকার সংসেজে সব বেরিয়েছি গো আজ॥ খেয়ে লাজের মাথা দু'চার কথা না বল্লে ভাই খুলে। সমাজ কুলাঙ্গারদের শিক্ষা হবে কি কোন কালে? কিন্তু আমি লেখা পড়া জানিনা তত ভাই। সরস্বতীর কৃপা দৃষ্টি পাওয়া আগু চাই। তাই ভবানীপুরে ট্রামে চড়ে (গেলাম) সরস্বতীর পাশ। সেথা সং দেখে অবাক হলুম এ কি সর্ব্বনাশ॥ দেখি ঘোর কলিতে সরস্বতীর গজিয়ে গেছে গোঁফ। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ হলেন এমন বিধির কোপ॥ শুনি এঁর বিত্তের ঝুলি এটর্নিকে দিয়ে। এখন খালি বসে আছেন (বীণার) তার গাচটী নিয়ে॥ তাই তাড়াতাড়ি চলে এসে ঢুকে ইউনিভারসিটি। দেখি সেথা সংএর আড়ত খালি খড় আর মাটি॥ দেখি সেথা চাপকান এঁটে ঠিক যাত্রার দলের জুড়ি। এক মূর্ত্তি বসে আছেন খেতে ছেলেদের মুড়ি॥ ইনি হচ্ছেন পুরা Vice আর Chancellor। বজ্র আঁটনির ফসকা গেরো বলবো কি বাহার॥ এদের বাপ নাইকো মা নাইকো সব সংএর দল। Question paper হবার out কেমন মজার কল॥ এতেও এঁদের হুঁস হ'লোনা ইংরাজি পরীক্ষার দিনে। I. A. অঙ্কের Question গুলি গেল পরীক্ষা ভবনে॥ করে পরীক্ষা বন্ধ ঘুচিয়ে সব্ব মারতে ছেলের পাল। নূতন করে পরীক্ষা হবার বেরুলো Circular.॥ যারা সুদূর হতে এসেছিল ধার কর্জ্জ করে। আহা মুখটি সব চুণ করে ফিরে গেল ঘরে॥ এদের দীর্ঘশ্বাসে যাবে খসে সব বড় বড় ল্যাজ। আহা তাদের দুঃখের কথা বলব কত আজ॥ এই সব সংয়ের কৃপায় স্কুল সব হয়েছে কসাইখানা। (যত) Guardianদের বধ করছে কেউ করে না মানা॥ Schooling fee, Transfer fee আর Library fee. ফেঁড়ে মুখে নিয়ে গেরস্তর খাচ্ছে মাথার ঘি॥ গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হ'ত গল্প চুরি করে। ইউনিভারসিটি Text book এর জন্ম দিচ্ছে ঘরে॥ ছেলের চেয়ে বইএর বোঝা করে দিয়ে ভারি। কাবিয়ে নিচ্ছে কেমন দেখুন যাই বলিহারি॥ তখন এক বইএতে কত ছেলে শিখেছে লেখা

পড়া। এখন নিত্য নূতন বই চাই (ওগো) এমনি হতচ্ছাড়া॥ ছেড়ে সংয়ের বাড়ী দিয়ে পাড়ি বাগবাজারে গিয়ে। দেখি চমৎকার সং বসে তাকিয়া ঠ্যাসান দিয়ে॥ গায়ে নামাবলি হাতে থলি সেজে সং কেমন। (Lord) গৌরাঙ্গের প্রেমে মত্ত হয়ে করেছেন অমৃত সেবন॥ গিয়ে বাগবাজারে মাস্ক বাটীতে দেখি চমৎকার। বাপ বেটায় সং সেজে বসে বলবো কি বাহার॥ বাপের গলায় ঝুলছে কাছা ছেলে যজ্ঞসূত্র পরে। দশ দিনে দাদার শ্রাদ্ধ দিয়েছে গো সেরে। সেখানে থেকে সিমলে গিয়ে দেখি বিলাতি জানোয়ার। নেড়া মাথা খাকি পোষাক কিম্ভূৎ কিমাকার॥ ইনি বিলাতে বিলাতি বিবির পানিগ্রহণ করে। (এখন) স্বদেশে এসেন ফিরে জাতে ওঠবার তরে॥ বলে সমাজের মাথায় জুতামারি দিলে পরে গিণি। কত শত জাত মারবে ব্রাহ্মণ চূড়ামণি॥ গিনির লোভে হু'লাক কাটা ভট্টাচার্য্যের ছেলে। জাত মেরে মিসে গেল ঐ বিলেত ফেরত দলে॥ খেয়ে জেতের ডাণ্ডা হলো ঠাণ্ডা প্রায়শ্চিত্ত করে। এখন পায়ে ধরে বেড়াচ্ছে গো সবার ঘরে ঘরে॥ ঢুকে সমাজেতে দেখি সেথা সবাই সেজে সং। মুখে ছাগলদাড়ি চশমা চোখে নূতন ধারা ঢং। মিলি ভগ্নি ভ্রাতা বেশ একত্র চক্ষুবুজে বসে। (করছে) প্রেমের তরে প্রার্থনা পরমব্রহ্মের পাশে॥ মাঝে মাঝে বামা কণ্ঠে ধরছেগো সঙ্গীত। প্রেম ভিকারী পথের লোক হচ্ছে পুলকিত॥ দিয়ে পাড়ি তাড়াতাড়ি বালি-গঞ্জে গিয়ে। দেখি সেথা সংএর গঞ্জ যত বিলাতী সং নিয়ে॥ হেথা বাড়ী বাড়ী মটর গাড়ী শক্তি পূজাদিতে। কেমন চমৎকার সেজে সব ঘুরছে পথে পথে॥ হেথায় বোধ হয় শ্রীচৈতন্য (প্রথম) নিয়েছিলেন বাসা। যত নেড়া নেড়ির ছোঁড়া ছুঁড়ির পুরাতে গো আশা॥ মহাপ্রভু জগন্নাথ বোধ হয় ছিলেন কোন দিন। তাই জাত বিচার উঠে গেছে হেথা সবাই কুলিন॥ লম্বা দাড়ি হোক না হাড়ি তোমাদে কাঁধে করে। মেজের উপর শূয়ার গরু কেমন দিচ্ছে ধরে॥ হেথা পুরুষরা সব ধুতি চাদর ডাইভোর্স করে। হ্যাট কোট পেণ্ট সমাদরে পরছে ঘরে ঘরে॥

পরে পাখি শাটি পরিপাটী যত Ladyর দল। বীণা, এসরাজ, সেতার নিয়ে খুলেছে যাত্রার দল॥ করে ধা ধা ধা ধা মামা গাধা ধরে যখন তান। ওগো মদনের ফুল বাণ বিদ্ধ করে প্রাণ॥ আলিপুরে গিয়ে দেখি চিড়িয়াখানার পাশে। রং বে রকম সং সেজে সব আদালতে বসে॥ যত মোক্তারগুলো মেখে ধুলো বসে আসে পাশে। দাকাটা তামাক করে সেবন মরছে কেশে কেশে। এরা যদিও ঠিক ডাকাত নয় তবু ডাকাতি এদের পেশা। মক্কেলের টেঁক করতে খালি আদালতে আসা। খানকি আর উকিল যেন দুটি ভাই বোন॥ লোকের ভিটে মাটি করতে চাটি এদেরই সৃজন॥ হাইকোর্টে গিয়ে ছুটে দেখে হলুম অবাক। যত যাস্তু ঘুঘুর আড়ত সেথা যেন ভিমরুল চাক॥ এই চাকের ধারে গেলে পরে ফুটিয়ে দিয়ে হুল। সর্ব্বশান্ত করে দেবে নাইকো তার ভুল॥ হাট, কোট, চোকা, সামলা, কেউ বা গাউন পরে সেজে। কেমন মজার সং সব ঘুরছে মক্কেলের তরে॥ ডাক্তারী ক্লাবে গিয়ে দেখি সব চমৎকার। ধাত্রী বই আর ধাত দেখা চলে না এবার॥ এই ধাত্রীগুলি থেকে সদা ডাক্তারের পাশ। সোনাগাছির অন্ন মেরে করছে সর্ব্বনাশ॥ ষ্টীমারে গেলুম চড়ে দেখতে উতোর পাড়ায় সং। দেখি কোকলা বাবু কচ্ছে মজা ওগো বেশ চতুরং॥ এর ভাগ্যে ভাগি অন্ন বিনে মরছে ঘুরে ঘুরে। ইনি রাঙ্গা মুলো পুরছেন খালি at home party করে॥ স্বদেশী নিয়ে দেখি এর নেতাগুলি যত। গাঁয়ে মানেনা আপনি মড়োল হতেগো বিব্রত॥ করে গলাবাজী কার সাজী পশুপতির ঘরে। বেলালুম চাঁদার টাকা দিলে কেমন মেরে॥ এখন দেশের লোকে চাইলে হি সেব চটে হল আগুণ। এরাই হচ্ছেন দেশের নেতা দেখুন কেমন গুণ॥ আর কত বলব ভাই, হেতা ফেল্লুম যবনিকা॥ যদি বেঁচে থাকি আসছে বছর আবার দোব দেখা॥

——•——

বউকাঁটকি।

শাশুড়ীর উক্তি :—

(বলি) ও গতরখাকি চোকখাকি জোচ্চোরের মেয়ে। বাপের বাড়ীর তত্ব কেমন দেখচিস্ কি চোক চেয়ে॥ (খালি) আমায় জব্দ করেবে বলে খসাতে আমার টাকা। (মাগী) একশো লোক পাঠিয়েছিল বেটী আচ্ছা ছিনাল পাকা॥ দিয়েছে একটা জোড়া জুতো আর গোটা কুড়ি সাট। তাও অতি খেলো স্বদেশী বুঝি, ভাল নয় ছাঁট কাট॥ গেঞ্জি, মোজা, রুমাল, সাবান, এসেন্স তিরিশ শিশি। অমন নগেন সেনের "কেশরঞ্জন" মাগী দেয়নি একটা শিশি॥ বলি এসব দেখে বলুন দেখি কার না রাগ হয়। এমন ধারা পোড়া বরাত কারো কি গো হয়॥ (বলি) হাল ফ্যাসানের কত সাড়ী দেখছি বাড়ী বাড়ী। (কিন্তু) চোকখাকি পাঠালে কিনা সেই সেকেলে বেনারসী সাড়ী॥ দিয়েছে মন পাঁচেক সন্দেশ আর দেড় মন মিঠাই। মনটাক পানতুয়া আর রসগোল্লা কিন্তু নোনতা কিছু নাই॥ গোস্তার আঁবের ছড়াছড়ি (বলি) দোবার মন ত চাই। তাই অনেক কষ্টে দিয়েছিলো খালি দশ হাজার বোম্বাই॥ যত কাটা ফুটি খাজা কাঁঠাল লিচু, আমকশা। সব উঁছা জিনিস পাঠিয়েছে গো তবু দেয়নি কচি শশা॥ এই তত্ত্ব দেখে বলবো কিগো উঠছে সর্ব্ব শরীর জ্বলে। ইচ্ছে হচ্ছে লাথি মেরে দিই নর্দ্দমাতে ফেলে॥ (আর) সেই বেটা খাকি ভাতার খাকি আকেল খাকি মাগী। ন্যাকা কিছু জানে নাক সাত কালের ঘাগী॥ জানেনা এই তত্ব এলে আমি পাঠাব মেয়ের ঘরে। বলি ছেলের বিয়ে দিয়ে কেউ কি গাঁটের খরচ করে॥ বলি এমন করে পোড়া কপাল কারও কিগো ধরে। খালি ঐ হাড়হাবাতে মিন্সের জন্যে এনেছি এই লক্ষ্মীছাড়ী ঘরে॥ তখন পই পই করে বলেছিলুম বলি কাজ করগো পাকা। সম্বচ্ছরের তত্বের জন্য, জমা রাখ নিদেন হাজার দশেক টাকা॥ (বলে) ছেলের লেখাপড়ার ভার নিয়েছে ছি ছি বলব না ও কথা। এখন ইচ্ছে কচ্ছে ঝাঁটা দিয়ে মিন্সের মুখটি করি ভোঁতা॥ তার উপরে এই হত ছাড়ি কাক

পেত্নী নিয়ে। আমি হাড় নাড়ে মচ্ছি জলে এগ্নি অলপ্ পেয়ে মেয়ে। আমার অমন সোনার চাঁদ ছেলে বেটী এগ্নি করে দেছে। ব্যাটা আমার নামে জলে উঠে আর আসে নাক কাছে॥ (বেটা যেন) বিইয়ে ভাতার পেয়েছিল ওগো আমার ত কেউ নয়। দেখে সর্ব্বশরীর শিউরে উঠে রাগ সামলান কি যায়॥ আজ দুমাস হ'লো বাপ মরেছে সেই ছুতো করে। যত অমঙ্গলে মড়াকান্না তুলেছে আমার ঘরে॥ কাজ কত্তে গেলে গতরেতে অমনি ধরে পোকা। বেটী কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেঁড়ে খায় একটা সের পাকা॥ ওগো আমার খুব সহ্যগুণ তাই ঘর কচ্ছি একে নিয়ে। অন্য কোথাও হ'লে পরে আবার দিত ছেলের বিয়ে॥ বলি কেরাসিনে কত বউ মরতেছে গো পুড়ে। কিন্তু এ'র আমার মরণ নাই আছেন ঘর জুড়ে॥ যত ব্যাটাখাকি আমায় আবার বউকাঁটকী বলে। বলি আমার মত শাশুড়ী কেউ পাবেনা কলিকালে॥

বউএর উক্তি :—

(ওগো) বড় স্নেহের বড় যত্নের ছিলুম গো সবার। আমার বরাতগুণে হ'চ্ছে এখন শত্তেক খোয়ার॥ তেল বিনে রুখু মাথা পেটে জুটে নাক ভাত। বাক্যি বাণে দিবানিশি হতেছি গো পাত॥ সুখী হব ভেবে বাবা ভিটে বাঁধা দিয়ে। এই রাক্ষসীর ঘরেতে আমার কেন দিলেন বিয়ে॥ যে ঘটক মিন্সে ঘুস খেয়ে করেছে এই কাজ। অচিরে মাথাতে তার যেন পড়ে বাজ॥ (ওগো) সকাল থেকে খেটে খেটে গরুর জাব দিয়ে। মাজতে বাসন কাঁড়ি কাঁড়ি যাই পুকুর ঘাটে নিয়ে॥ সে সব সেরে হেঁসেল ঘরে রাঁধি সারাদিনটি জুড়ে। সবার খাওয়ার পরেতে খাই পাতে থাকলে কিছু পড়ে॥ রোগে পড়ে থাকিলে ঘরে বলে প্যাকনা করে আছে। ডাক্তার আনা দূরে থাক কেউ আসে নাক কাছে॥ দেড় মাসে ধোপা আসে তাই নিয়ে, যত কাপড়ের রাশ। পুকুর ঘাটে কাচি বসে আমি বার মাস॥ ওগো খুন্তি পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেয় কিছু খুঁত হলে। একটু শুলে পরে অমনি

(গীত)

ওগো কোম্পানী ! তুমি কারও কথা শুননি।
বৌ কাটকি বেটীদের সব জুতে দাও ঘানি ;
নইলে কেরোসিনে পুড়ে পুড়ে থাকবে না একটী প্রাণী ॥
আহা ভাবলে তাদের হাল, কি কষ্টে কাটায় কাল,
বুক ফেটে যায় হাড়ে নাড়ে, করে গো নাকাল ;—
ওগো দিনে রেতে দেয় না খেতে এমনি গো সব চামারণী ॥
তার উপর আছে আবার ননদিণি,
সেই পাঁজারি রাইবাঘিনী ॥

কণ্ট্রাক্টে বাপের শ্রাদ্ধ।

মার উক্তি :—

মশাই আমার এই কুষ্মাণ্ড অপগণ্ড, বিলেত থেকে এসে! বাপের শ্রাদ্ধ কত্তে বসেই উঠেছে আমায় রেখে ॥ ব্যাটা কান ফোড এঁটে হাতে, সেজে কিম্ভূত কিমাকার। হ্যাট এঁটে চুরুট ঠোঁটে, এমনি কুলাঙ্গার ॥ পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ, পিতা পরম গুরু। ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ ক'রে ব্যাটা পুজছে শর্মাগুরু ॥ মা আমি ত দাসী বাঁদী, আয় হলে আয়া। আমার পরবার থান কেটে, বিবির তৈরি হয় গো শায়া ॥

পুত্রের উক্তি :—

বলি শাস্ত্র শ্রাদ্ধ ক'রে তুমি কেন মিছে ভাব। আমি স্মৃতি সভা করে বাবার শ্রাদ্ধ করে দোব ॥ Invite করবো যত বড় বড় লোক। তারা lecture দিয়ে পদা ছাপিয়ে, জানা'বে কত শোক ॥ Light refesh-ment দেবো "Marchette" "Peleti" যোগাড় করে দোব একদল ভাল Concert party "গোপাল সিং" "চিত্তরঞ্জন" সেজে নানা সং। হাঁসিয়ে নাড়ি ছিঁড়ে দেবে, করবে কত রং ॥ সবার উপর "মাষ্টার মদন" গাইবে special গান। লোকে লোকারণ্য হবে থাকবে নাক স্থান ॥

Newspaper এর Column এতে যখন পড়বে সবার নাম। ভাববে Zeppelin এ চড়ে বাবা গেছেন স্বর্গধাম॥ ওগো তা নয় করে সে কেলের সেই Dam nasty প্রথা। করে খালি পা, থান পরা আর রুক্ষু মাথা॥ যত Hypocrite টিকিওলা বামুন গুলোনা এলে। আর বুঝি বাবার শ্রাদ্ধ হবেনা কোন কালে॥ দেখলে আদলতে নেড়া মাথা, সবে বলবে গো ছি ছি। বাপের শ্রাদ্ধ কত্তে শেষে মান খোয়াব কি॥ তার পর শ্রাদ্ধের দিনে, ছুটো স্যুটের motion কত্তে হবে। শ্রাদ্ধ এখন postpone কর, একটা ছুটী দেখে হবে॥ (তবে) যদি কণ্ট্রাক্ট দিয়ে, শ্রাদ্ধ চালিয়ে নিতে পার। তাতে আমার নাই আপত্তি, পুরুত ডেকে কর॥ বাইরের লোক না এনে দাও বেহারাকে ভার সে আমার বাপের শ্রাদ্ধ (দেখ) করবে চমৎকার॥

পুরুতের উক্তি :—

যেমন কলির ব্রাহ্মণ, জজমান তেমন, না চল্ল এদের মতে। শেষে পেটের খোরাক জুটবেনাক, উঠবে ভিক্ষের ঝুলি হাতে॥ মরুগে, বেটা বোকা পাঁঠা, আমার কিছু হ'লেই হ'লো। একে নূতন বিধি দোবো আজ, এর মতেই চলা ভাল॥ (প্রকাশ্যে) বলি ওহে বাপু চটোনাক শুন আমার কথা। আমি নূতন বিধি দিচ্ছি তোমায়, মুড়ুতে হবে না মাথা॥ পঞ্চানন, ষড়ানন পণ্ডিত প্রবর। নবদ্বীপে আমার মতে চলছে ঘর ঘর॥ কত খেটে শাস্ত্র ঘেঁটে দেখি স্পষ্ট লেখা আছে। হ্যাট, কোট আর বুটের জোরে সব চলে গেছে॥ দেখ গাভী মাতা, ষাঁড় পিতা, মৃত্যু হ'লে পরে। তার শ্রাদ্ধ মুচীর দল ভাগাড়েতেই করে॥ যদি ভৃত্য তোমার বাপের শ্রাদ্ধ কত্তে হয় রাজি। তবে তুমি ফুরিয়ে দাও আর দেরি করোনা আজি॥

ভৃত্যের উক্তি :—

আরে কেয়া বলতা ঠাকুরজি, আপনা মগজ ঘুম গিয়া। বাবু সাব্‌কা বাপ মরা, আর হাম করেগা ক্রিয়া॥ হামতো কাহার জাত বাবু হোতে ব্রাহ্মণ। উনকো আস্তে হাম করেগা মস্তক মুণ্ডন॥ ইয়ে কাম হামসে

কভি নাহি আই হোগা ॥ হামরা ভাই আদার গুনসেসে জাত যে ঠেকে দেগা ॥

গীত।

ওগো বিলাত ফেরত বাবু ভায়ার দেখ ব্যবহার।
বাপের শ্রাদ্ধ বেহারা করে কেয়া মজিদার ॥
কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, থোলা কেটে বামুন মরে,
দিনে দিনে ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পাবে এবার ॥
মা মরে পেটের জ্বালায়, ব্যাটা সাহেবি কলায়,
Breef অভাবে মাষ্টারি চাকরী চমৎকার ॥
বাবু যান Dance party, বেহারা সাঁটে ঘরের রুটী,
দেখ কেয়া মজিদার পরিপাটী বিবির বাহার ॥

ব্যারাক বাড়ী।

বাড়ীওয়ালির উক্তি :—

মশাই দেখে মোদের দারুণ কষ্ট, অবলারে করতে তুষ্ট, বৈষ্ণব ধর্ম্মের বাড়াতে সম্মান। (তাই) করে অকাতরে অর্থব্যয়, কেমন-ব্যারাক খুলেছে হায় স্বয়ং বৃন্দাবন সহরে বর্ত্তমান ॥ আর এ গলি সে গলি করে, ঘুরতে হবে না প্রেমের তরে, রং বেরকম সেবা-দাসী কেমন চমৎকার। তার উপর সব ঘরগুলি, যেন প্রেমের কুঞ্জ-কেলি, ঘরের পাশেই বাথ রুমের বাহার ॥ যতই কেন হ'কনা নেশা, পড়বার নেই কোন আশা, রেলিং ধারে সিমেণ্ট দেওয়া grand stair case. একবার এ কুঞ্জে এলে, ভুলবেনা ভাই কোন কালে, ভিতর বাইরে সবই হেথা বেশ ॥ পাছে ধোঁয়ায় হয় গো ক্লেশ, তাই সব রান্নাঘর বেশ, ছাতের উপর আছে সারি সারি। (হেথা) কল পাইখানায় ভর্ত্তি বাড়ী, চৌবাচ্চার ছড়াছড়ি, ডুব দিয়ে যে কি আরাম যাই বলিহারি ॥ আহা বারাণ্ডা কি চমৎকার, খুঁজিবারে কর্ণধার, সেই ভবনদী করিতে গো পার। (মোরা) যত প্রেমাঙ্গনা প্রেম সাজে, মত্ত হয়ে নিজকাজে, নিত্য সেথা দিই গো বাহার ॥ Electric fan আর light, ঘুরছে

জলছে whole night, tight করা screen দরজায়। বাপ বেটায় এ এ কুঞ্জে এলে, দেখা হবে না কোন কালে, এমনভাবে বাড়ীটি তৈরি হয়॥ শুধু তাই নয় বাড়ীর নীচে, শুঁড়ীর দোকনে খোলা আছে, সারারাত বোতল পাবেন ভাবনা কিছু নাই। তারই পাশে ডাক্তার খানা, ডাক্তার বসে Fee নেবে না, উপদংশ কচ্ছে ধ্বংস "অমৃতবল্লী" দিয়ে ভাই॥ আহা বেঁচে থাক মল্লিক গুষ্টি, শেঠ বংশ হ'ক গো পুষ্টি, ঠাকুর বংশ, শীলেরাও আহা বেঁচে থাক। যাঁরা বাড়াতে নীরিহ গুষ্টি, বাবুদের সব কচ্ছে তুষ্টি, খুলে দেছে, সুন্দর ব্যারাক॥

বাঙ্গালী বেশ্যার উক্তি :—

(মশাই) এ ঘৃনিতাদের শুনলে কথা, নিশ্চয় হৃদে পাবেন ব্যথা, জীবনে ধিক মৃত্যু ছিল ভাল। কেবল ধোপার কৃপায় উপর ফরসা, ভিতর এক দম কাল॥ হ'য়ে কড়েরাঁড়া নিজের বাড়ী, ছিলাম বাঁকুড়ায়। দেখে টাটকা কলি জুটে অলি, আমায় দিলেগো গোল্লায়॥ লেগে আসে পাশে, মরি ত্রাসে, আমার ভাসুর পুত্রদল। পাঁচ বেটায় জুটে, আমায় লুটে বিগড়ে দিলে কল॥ সাত হাজার টাকার জমিদারি, মৃত্যুকালে আমার পতি। আমায় লিখে দিয়েছিলেন, ভোগ করবো থাকলে সতী॥ ঐ ভাসুর পুত্র যিনি হলেন এখন দোজপক্ষের বর। আমার পতির শেষ উইলে, ছিল তাঁরই স্বাক্ষর॥ তাই ধনে প্রাণে মেরে আমায়, করলে সর্ব্বনাশ। জন্মের মত ঘুচিয়ে দিলে, আমার ইহকালের আশ॥ আমাদের এই গুপ্ত প্রেম রাষ্ট্র হ'য়ে গেলে। এই কলকাতাতে নিয়ে এল গঙ্গাস্নানের ছলে॥ হেথা এসে কাইক্লেশে কাটলে কিছুকাল। আমার নবপতির ক্রমে ক্রমে বিগড়ে গেল চাল॥ ছেড়ে আমার বাড়ী, নূতন হাঁড়ি কেড়ে অন্য স্থান। নিয়ে গয়না গাঁটি, টাকাকড়ি, করলেন প্রস্থান॥ পড়ে বিষম পাকে, খুঁজতে তাকে হেথায় সেথায়। এই বাড়ীওয়ালীর হাতে আমি পড়লুম শেষে হায়॥ এই বাড়ীওয়ালি যে কি চিজ, জানে ভুক্ত ভুগী যারা। এদের পাল্লায় থাকার চেয়ে, ভাল গলায় দড়িদিয়ে মরা॥ এই আমাদের সব পাস্তা খাইয়ে, খোস্তা ছাঁকা দিয়ে। টাকাকড়ি নেয়গো কেড়ে, থাকি ফেল ফেলিয়ে চেয়ে॥ তার উপর সব বন্ধুনিয়ে

যিনি বাড়ীওয়ালা। আমোদ প্রমোদ করে শেষে ঠেকিয়ে দেয় গো কলা ॥ জমিদারের ত কথাই নাই যেন ঘরের জমীদারী। সারারাত্রি চষে বান মোটে দেন না টাকাকড়ি ॥ (ওঁদের) মদের খরচ তাও আবার মোদের দিতে হয়। দুঃখের কথা বলবো কত, ওগো বুকটি ফেটে যায় ॥

হিন্দুস্থানী বেশ্যার উক্তি :—

বিশ্বনাথজিকা পাশ, হামরা বেনারস মে বাস। এই বাড়ীওয়ালী কুটনী মাগী, হামকো কর দিয়াগো নাশ ॥ দিয়া ভাই ব্রাদারকা মুখে কালি, আদমিকা আঁখিমে বালি, জনমকো আস্তে গলামে একদম লাগা দিয়া ফাঁস ॥ কেতনা সল্লা সুল্লি দেকে, ভাগকে আয়া হামকো লেকে, খুলা দিয়া খিলিকা দোকান। লাখো রুপিয়াকা আদমি ছোড়কে, পড়ারতা পাহারলা লেকে, গিন্টি উন্টি নিকালকে হামরা মার দিয়া জান ॥ দো চার রোজ হুয়া, হাঁসপাতালসে নিকালকে আয়া। সাংগো চিজ ইসকা উপর ছোড় দেকে গিয়া। আবি যব মাঙতা গওনা, বলে বেচকে দিয়া ঘরকা খাজনা, হামরা একদম বেহাল কর দিয়া ॥

গীত।

এসব কলি কালে হ'লো কি,
হায় হায় বলবো কি ছি ছি,
খ'চ্ছে ষাঁড়ের কড়ি গলায় দড়ি
অবাক হ'য়ে গিয়েছি।
ওগো এম্নি টাকার টান,
ভাসিয়ে বংশ কুল মান,
ব্যায়াকবাড়ী খুলে দেছে নূতন হাল ফ্যাসান,
শেষে প্রেমের বস্তু ভাড়া দেবে রাখবে না কিছু বাকি ॥

হাঁসের ডিমের ঘুঘনি।

দেখে বাবুদের সব ভিন্ন রুচি, আমরা সবাই জেতে মুচি, (বেচি) হাঁসের ডিমের ঘুঘনি দানা কেয়া চমৎকার। এতে ছত্রিশ খানা মশলা

আছে, যে খেয়েছে সে মজেছে, একটি পয়সায় কিনে দেখুন কেমন মজিদায়॥ কিনে আস্তাবলের চোরাই ছোলা, চড়িয়ে দিই গো টাটকা খোলা, অরুচির হ'য়ে রুচি পড়ায় মুখে রস। আমার ডাক অন্দরে শুনে, ঠোঙা ঠোঙা নেযায় কিনে, হেঁসি মুখে খেয়ে তারা আমায় করে বশ॥ হাঁসের ডিম না পেলে পরে, বক চিলের ডিম নে যাই ঘরে, কুল কল্কি বাঁধা কফি দিয়ে আলুর কুঁচি। কেমন সাধের ঘুঘনি দানা, খেতে কারও ...কা মানা, পাড়ায় পাড়ায় আমরা সব ফিরি ক'রে বেচি॥

গীত।

ওগো আজ কালের বাবু বিবির কেমন রুচি দেখ ভাই।
মুচির হাতের ঘুঘনি দানা খাচ্ছে গো সবাই॥
বাবুরা সব নিয়ে পাট, ঠোঙ্গা কিনে কচ্ছে চাট,
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ হ'ল ভাই কিছুর বিচার নাই॥
রাস্তায় ডাক শুনলে পরে, বিবি দাঁড়ায় ঝিলিমিলি ধরে
ঝুলিয়ে আঁচল মেয়গো কিনে একটু সরম নাই।
ইচ্ছে করে নোলাতে সব দিই ভরে ছাই॥

কাদেলমল।

গীত।

কাদেলমল, তাদেললালা একদম মাফিসে মিল জানাজী।
তোমবি জাগা, হামবি জাগা, জাগা মলমল খাসা।
রামনগর কি বসতি জাগা জঙ্গল হোগা বাস॥
হরিনাম বুলি, শিক্ষাবুলি, পোঁড়া হিন্দুয়ানি।
গঙ্গাস্নান মে, জেনানা দেখকে আড়ে আড়ে নজরা হানি॥
ম্যারেজ কি বাজার, হুয়া বহুত ভিয়ার, রুপিয়া লেকে জুলুম
মিষ্ট দেখকে লেড়কিওয়ালার হোতা আক্কেল গুড়ুম॥
পেটে নেই ভাত, হুয়া প্যাট্রিয়ট স্বদেশি মুভমেণ্ট।

লেড়কি কে লিয়ে হায়রান হোতা, নাইন্‌টী পারসেন্ট্‌॥
হ্যাট্ কোট্ বুট্, মুখমে চুরুট, টেরি সাহেবি ফ্যাসান্।
উইলসন খানা সাথিন জেনানা, সাইন্ অফ্ সিভিলিজেসন্॥
সাহেবি খেলা, হুজুক সে মিলা, ম্যালেরিয়স্ বেঙ্গলি বাচ্ছা।
হকি, ফুটবল, ওয়াটার পোলো, পিলা ফাট যায় আচ্ছা॥
মটরকার, সড়ক্‌কা বাহার, হুয়া বহুত আমদানি।
যেত্যা ডাকুকা বড় মজা মিলি কোইকো জান হায়রানি॥
জুয়াচুরি দাগাদারি হরদম ডাকাতি চল্‌তা।
ডাকুকা ডরসে রুপিয়া ওয়ালা, রাত মে নিদনেহি যাতা॥
লম্বে বাড়ী, জুড়ি গাড়ী বেলকুল নবাবিয়ানা।
গার্ডেন হাউস্ মে নাচ তামাসা, অতিথ নেহি মিলতা খানা॥
বাঙ্গালী বিবি, অথর কবি, অরেটরকা খোস নাম।
ড্যাম্ হজব্যাণ্ড, ড্যাম কুকিং, নাস্‌টি হাউস্‌হোল্ড কাম॥
নেহি কুছ সরম, মেজাজ গরম স্বামীকা বাত নেই শুন্‌তা।
কেরোসিন্ জালকে, আগ লাগাকে জেনানা সুইসাইড্ করতা॥
থ্যাঙ্ক ইউ ডিয়ার, মেশ ম্যানেজার, ছোড়কে আয়া গ্রাম ধাম।
ইয়ং খাপসুরত দাসী রাখো চলেগা সকল কাম॥
এলবার্ট টেরি, কেটে বলিহারি, পিতে হুইস্কি ব্রাণ্ডি।
ছোড়কে শরু, দেখনে সুচারু, ভজতা বান্দরী রেণ্ডি॥
পাতা ফ্যাসান খোঁপা, বেলফুল চাঁপা, পাছাপাড় মিহিন সাড়ী।
মুখমে পাউডার, টিকলিকা বাহার, বান্দরবাচ্ছা রেণ্ডি॥
করে জরুকো আস্তে বাপকো তফাৎ এসা কুলাঙ্গার।
বেটা মাকো বলে বাপকো রেণ্ডি এইসা চামার॥
ঝুটা কায়া, ছোড় মায়া ভাই, ভাতিয়ার, নারী।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজনা, হায়ানি তালুকদারী॥

ম্যালেরিয়া নাশক ভলেণ্টিয়ারগণ।

(ওগো) শুভক্ষণে, দিনে দিনে, বিজ্ঞানের ফলে। (এখন) ম্যালেরিয়ার পিতামহ, মশাকে সবাই বলে॥ (এরা) বন বাগারে পুকুরপাড়ে, ফেঁদে ঘর বাড়ী। চুপি সাড়ে হুলটি মেরে, দেয় বিষম পাড়ি॥ (এই) হুলের চোটে গাঁটে গাঁটে, ধরে কঠিন ব্যথা। সজোরে জ্বর কেঁপে এলে, ঘুরিয়ে দেয় গো মাথা॥ (তাই) মুন্সিপালে পালে পালে, নিয়ে কেরোসিন টিন। যত বাদার খালে, দিচ্চে ঢেলে, মশা করতে ক্ষীণ॥ (যত) স্যানিটারি, একশ্পিডিস্তন, ইনিস্পেকশান করে। রেজিমেণ্টের দল নিয়ে, ঘুরছে ঘরে ঘরে॥ (এরা) এনে ধরে কত করে যত মশার জাত। লেবরেটরীতে ফেলে কচ্ছে কুপোকাৎ॥ এই রক্তশোষক, বঙ্গনাশক, মারডারার করে। পেনেল কোডে ফেলতে এদের, গেল "রাসবিহারির" ঘরে॥ সেই আইনজ্ঞ বিজ্ঞ উকিল, উল্টে নথি তার। বলেন কালপেবল্ হমিসাইড্ নট এমাউন্টিং মার্ডার॥ তাই হয়েছি সব ভলেণ্টিয়ার পাটের ষষ্ঠী নিয়ে। এবার এক ঘায়েতে দেখিয়ে দোবো মশার বাপের বিয়ে॥

গীত।

এবার ম্যালেরিয়ার সর্ব্বনাশ, মশার মার্গে বাঁশ।
উড়ে জেপেলিনে ফেলবো বোমা (হবে) মশার কেল্লা নাশ॥
আরত কাটবে না পিলে, সবল হবে সবার ছেলে,
মশারি খাটিয়ে শুতে ডাক্তারে বলে—
জলেতে কেরোসিন আর ঢালবো নাক, বারে বার,
সবমেরিণে টরপেডোতে করবো সবে মশা নাশ॥
মশার সঙ্গে করতে লড়াই, সবার মোদের হবেগো ভাই,
আমরা ধনে প্রাণে মচ্ছি সবে আরত রেহাই নাই,
ক্যাজুয়্যাল্টি লিষ্ট দেখ খুলে, চমকে যাবে পেটের পিলে,
ডাক্তার বেণ্টলে সাহেব লেকচারেতে করে দেছে সবার জ্ঞা...

আছে যেথা বন বাদাড়, সাফ কর পুকুর পাড়,
ট্রেন্‌চে ন ঢুক্‌লে পরে হব সব সাবাড় ;
সেথা মুকোশ পরে থাকবো বসে, (নইলে) মরব বিষম গ্যাসে,
ঐ সর্ব্বনেশে মশা একা মরুভূমি কচ্ছে বাস ॥
(খুলেছি) রিক্রুটিং টোল, এনলিষ্ট কর্ত্তে যত সোল,
ঘরে ঘরে পড়া কান্না বিষম গণ্ডগোল,
ছেড়ে সবাই বাস্তুভিটে, পালাচ্ছে ঐ মোশার চোটে,
হায় হায় নগর হচ্ছে শ্মশান ভূমি, শেয়াল কুকুর কচ্ছে বাস ॥
না খেলে নগেন সেনের "পঞ্চতিক্ত" থাকবে নাকো ঝাড় বাঁশ ॥

ডাক্তার ও ধাত্রী ॥

ডাক্তারের উক্তি :—ধাত্রীকে।

তোমায় আমায় যে ভিন্নতা, সেটা কেবল কথার কথা, তুমি মোর সঙ্গিনী সদাই। তুমি আমার পেটের ভাত, আমি তোমার কলার পাত, পেতে খাও পোলাও কোর্ম্মাকারী তোমাতে আমাতে ভেদ নাই ॥ আমি যেথা যাব, তোমায় সঙ্গে নেব, তুমি যেথা যাবে, আমার কথা কবে, আমা ছাড়া নাড়ী না কাটিবে, পেটের কাঁটা উল্‌টে দেবে, তবেই দুজনে চোরে চোরে মাসতুতো ভাই ॥

ধাত্রীর উক্তি :—ডাক্তারের প্রতি।

সাবাস সাবাস ডাক্তার তোরে সাবাস দিইরে ভাই। তোর বুদ্ধিতে চল্‌লে পরে মটর চেপে বালিগঞ্জে যাই ॥ যেমন শক্তি বিনা মুক্তি নাই, প্রেম ভক্তিও নাই, তেমনি ধাই ছাড়া ডাক্তার এলে রোগীর বেঁচে কাজ নাই
(উভয়ে) আমরা দুটীতে প্রেম তরিতে পাল তুলিয়ে যাই।

গীত

রোগীগণের উক্তি :—

বাঙ্গলায় ডাক্তার আর ধাই, এমনটি আর নাই,
পাঁচটি সিকের জোড়া বাঁধা যেন বৈষ্ণবী গোসাই,

যেন হাঁড়ী আর কলসী, শালগ্রাম আর তুলসী ;
বোটে বাঁধা পানসি যেন তরঙ্গরিয়ায় ।
যেন জুতো আর মোজা, বেগম আর খোজা,
যেন মুড়ির সঙ্গে পাঁপর ভাজা কি কাটা ফুট কড়াই ।
কি মানিয়েছে দিব্য, যেন সাহেব আর বিবি
(নূতন) পঞ্চানন্দ ওলাবিবি হ'য়েছে এক ঠাই
তোরা দেখবি যদি আয় ॥

ফুলওয়ালা ।

গীত ।

নাও কে নেবে ফুলের তোড়া অতি চমৎকার ।
সুলভ দামে যায় বিকিয়ে পাওয়া হবে ভার ॥
ফুলের কদর ভারি, পুরুষ নারী করে যতন,
সৌরভেতে আমোদিত প্রফুল্ল হয় মন,
মনের মতন তোড়ার বাঁধন তোড়ার কি বাহার ।
আমার ফুলের বাসে, খদ্দের আসে কিনতে আদরে,
দেখলে পরে মন ভুলে, যায়নাকো ফিরে,
বুঝে নিবে ক্রেতা সবে করে ব্যবহার ॥

যৌবন বাহার টিপ ।

গীত ।

এটিপ যৌবন বাহার ওলো অতি চমৎকার ।
দেখতে বেশ পরতে আয়েস রংটী খুব জলুস্জার ॥
শুনতে নাম বড় তারিপ,
নামটি যৌবন বাহার টিপ,
জলতে থাকে যেন প্রদীপ, টিপ কপালে সবার ॥

এটিপ পরলে কপালে,
জলতে থাকে চিরকালে,
একবার প'রে দাঁড়ালে, মানিক কোথা ছার ॥
এটিপ প'রে এসে,
সাধ কর মনের আয়েসে,
থাকবে ঠিক সেই বয়সে, যেমন যৌবন যার ॥
বিদ্যুৎ তার কোথায় লাগে,
চটক দেখে সেটা ভাগে,
টিপ জলে রঙ্গরাগে, হীরেকে ধীক্কার ॥
আছে টিপ নানা রকম,
ছোট বড় দামে খুব কম,
ইজ্জতে বাড়ে সম্ভ্রম, সকল অবলার ॥
পড়াটিপ আছে দামী,
বিগড়ে যায় যাহার স্বামী,
সেরে যায় বেশ্যাগামী, বার কটকা ভাতার ॥
আমি টিপ ঘরে গ'ড়ে,
দিয়ে যাব নামে পড়ে,
রেখে দাও থাক জাকড়ে দিয়ে যাই ধার ॥
পরো টিপ্ ভাল বেসে,
কাছে ঘেঁসে হেসে হেসে,
থাকবে মনের আয়েসে, যৌবন টাইট দায় ॥

কাপ্তেন বাবু।

সত্যত্রেতাদ্বাপরে, এই পৃথিবী মাঝারে, যুগেযুগে অবতার হইল প্রচার। মৎস্য, কূর্ম্ম, কচ্ছপাদি, অবতার ননাবিধি, হিন্দুশাস্ত্রে লেখা আছে দশ অবতার ॥ নহে জৈন, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি গানপও, নহে কৃষ্টান

নহে হিন্দু, নহে মুসলমান। নয় দেব, নয় নর, নয় গরু, নয় বানর, কলি-কালে নবজীব (কাপ্তেনবাবু) হ'ল বিদ্যমান॥ পিতা মাতা বাল্যকালে, পাঠাইয়া দেন স্কুলে, বহু অর্থ করিলেন ব্যয়। প্রকাশ্যেতে বিদ্যাশিক্ষা, অপ্রকাশ্যে প্রেম শিক্ষা, স্বর্ণগাছি শ্রীমন্দির হয়॥ প্রেম বায়ুর মহাপ্রাণ, কখনও কি যায় লুকান, অবশেষে ফাদার মাদার জানে। এনে এক বাচ্ছা মেয়ে, আমার সঙ্গে দিলেন বিয়ে, সে দিকে কি আমার মন টানে॥ রাসেশ্বরীর প্রেমে মিশে, নূতন রস শিখি শেষে, সুরাবাহিনী দেবীর (বোতলেশ্বরীর) করি সেবা। সেরি, সেম্পেন, ব্রাণ্ডি আসে, ড্রিঙ্ক করি সদাই ব'সে, সে সুখ করে নি কভু আমার বাবা॥ আর কিছু দিন পরে, বাবা বেটা গেল মরে, কত ইয়ার জুটলো এসে পাশে। মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড বলে মুখে, নেশায় ফিটন হাঁকি রুখে, হাওয়া খাই কত মাগী নিয়ে পাশে। ফাউল, মাটন্ রোষ্ট্, কারি, নানা বিধ খাই তরকারি, কাঁটা চাম্চার যোগে। যদি পরক্ করতে চাও, ক্যাষ্টর অয়েল খাইয়ে দাও, হাড় শুদ্ধ ফেলবো এখন হেগে॥ খরচার টান হ'লো ভারি, পরিবারের জুয়েলারি, খাট ফারনিচার সব বিক্রি হ'লো। সব খরচ হয়ে গিয়ে, শালগ্রামের পৈতা নিয়ে, সেও শেষে গলিয়ে বেচতে হ'লো॥ শেষে আমি হ্যাণ্ডনোট কাটি, ছিল এক বাস্ত বাটী, সেও ভিটে মাটি চাটি হবে। শুন মহাশয়গণ, এই আমার নিবেদন, এই কাজ ক'রোনা কেহ কবে।

গীত—কারফা।

কাপ্তেন গিরি কি ঝকমারি।
কেঁদে কেঁদে শেষে চোখে পড়ে বারি॥
পরিবারের অলঙ্কার, সেও হ'ল ছার খার,
পয়সা বিনে এ সংসার শূন্য হেরি॥
যত সব ইয়ার ছিল, এখন সব ছেড়ে গেল,
অসময়ে পর হ'ল যাই বলিহারি॥

প্রেম কি পরিপাটী, বোতল বোতল উড়লো খাঁটী,
ভিটে মাটি হ'ল চাটি আহা মরি ॥
সার হোলো খোলা মালা, দিলুম আমি কান মোলা,
যেন করে নাকো কোনও শালা কাপ্তেন গিরি ॥

কলির সং।

বাবু গো আমি কলির সং, দেখ সব রং ঢং, অবতীর্ণ হ'য়েছি ধরায়। কি করি হায়, দেখে বুক ফেটে যায়, সনাতন ধর্ম্ম বুঝি অধঃপাতে যায়॥ এবার হ'লো ঘোর কলি, কেবা শুনে কারে বলি, স্পষ্ট কথা খুলে বলে যাই। আজ কালের বাবু যারা, মটর গাড়ী চড়ে তারা, স্ত্রীকে নিয়ে হাওয়া খেতে যায়॥ (তাই বলি) ধর্ম্ম গেল রসাতলে, সমাজ গেল ছারে খারে, নিজ ধর্ম্ম ত্যজ্য করি পর ধর্ম্মে যায়। হ'য়ে ব্রাহ্মণের ছেলে, সাহেবের পোষাক প'রে, গির্জ্জায় গিয়ে সাহেবী চাল দেখায়॥ ব্রাহ্মণের ছেলে খ্রীষ্টান হ'য়ে, বাপের মুখ উজ্জ্বল ক'রেছে। মা বাপকে রাসকেল বলে, বোনের হাত ধরে চলে, আহা যেন মুচির ছেলে মাণিক পেয়েছে॥ বেটা ধরা দেখে সরা মত ছড়ি হাতে করে। বোনের পায়ে বুট দিয়ে চৌরঙ্গীতে ঘুরে॥ ওগো নূতন ধরণের কাপড় পরা দেখতে পাওয়া যায়। চারিদিকে কুচকোনা তার যেন খেমটাউলী যায়॥ (বেটীরা) পমেটম দিয়ে চুলে, তেলমাখা সব গেছে ভুলে, লাজে মরি দেখে হাসি পায়। বুকেতে সেফ্‌টিপিন এঁটে, রাস্তাতে যায় হেঁটে হেঁটে, যেন গুয়ে পেত্নী পায়খানায় বেরোয়॥ বাবুগো পেত্নীর গায়ে গুয়ের গন্ধ, আর এদের গায়ে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ, ভেবে দেখলে ভেদাভেদ না রয়। এখন চন্দন মাখা গেছে উড়ে, সেণ্টমেখে সব বেড়ায় ঘুরে, চুলের উপর পাতা কেটে বাহার দেখায়॥ আবার বাঙ্গালী হ'য়ে সমাজে হ্যাট্‌ কোট্‌ কেউ পরে। গৃহ লক্ষ্মীকে দিয়ে শিক্ষা বিবিয়ানা সাজ করে॥ কারও নাই ধর্ম্ম, অপকর্ম্ম যত বাঙ্গালীর ঘরে। শাস্ত্র না মানে, স্বাধীন প্রাণে, যা ইচ্ছা তাই করে॥

কেউ গিয়ে সমাজে, মাঝে মাঝে চক্ষু বুজে করে ধর্ম্ম। কেউ কর্ত্তা ভজে, ধর্ম্মে মজে, না বুঝে তার মর্ম্ম॥ সেজে সং, দেখায় রং, তাতে কিবা দোষ। সবাই সং ঠিক্, হদ্দ বেল্লিক, এটি মোর আপশোষ॥ তাই বলি বন্ধুগণ, ধর্ম্মপথে রেখে মন, নারায়ণ পদ কর সার। এ নামে মোক্ষ পাবে, বৈকুণ্ঠ ধামে যাবে, ভবনদী হ'য়ে যাবে পার॥

গীত।

হলো ঘোর কলি মশায় কারে কি বল বলি।
সমাজ দিয়ে ছারে খারে সাহেব সাজে বাঙ্গালী॥
পমেটম সব দেয় চুলে,
তেলমাখা সব গেছে ভুলে,
উচিৎকথা সব বল্‌তে গেলে, বাবু গো! দিবেন আমায় গালাগালি।
সমাজের নেতা যারা,
সোনার চসমা পরে তারা,
দিয়ে আবার গোঁফে চাঁড়া, বাবু গো! লেকচার দেয় গলিগলি॥
কেউ খায় টেবিলে খানা,
কেউ কিছু আবার মানে না,
কেউ খায় খানসামার খানা, বাবুগো! তারা জগতে আবার বাঙ্গালী॥

বেহায়া নচ্ছার।

মশায়! আমি এসেছি এই নচ্ছার কাজে, সেজেছি এখন নূতন সাজে, মিছিমিছি বাজে কাজে রই। কিন্তু নাইকো আমি কোন কাজে, কেবল নাড়া দিলেই ঘণ্টা বাজে, দুটো একটা কথা না বল্লে থাকতে পারি কই॥ আজকালের যে বাজার, ভদ্রলোকের চলা ভার, বাচবিচার নাইকো কারও যা ইচ্ছা তা করে। কই সে সব জাতীয় ভাব, নূতন ভাবে আবির্ভাব, সব নবাব স্বাধীন ইচ্ছার তরে॥ স্বাধীন ইচ্ছায় সবার টান, কেউ খুলে তার দোকান, ভদ্র সন্তান রত ধোপার কাজে। হিন্দু হবে চামড়া

বিস্কি, চা দোকান তো বাবুগিরি, সব বিশ্রী মনে মনে ভাঁজে ॥ নূতন নূতন ভাব সব দিকে? বিশেষতঃ ইংরাজী শিখে, ভাব গতিকে ফিট কাট খুব ভারি। কলেজের শিক্ষার বলে, শিক্ষিত বাবু মহলে, সকলে যেন খুঁজে রকমারি ॥ রত সব অনাচারে, সমাজের ধার কেউ না ধারে, হিত ব্যাপারে সব বীপরিত। ছি ছি কি লজ্জার কথা, দেখে পাই মনে ব্যথা, তবুও তার হ'লো না বিহিত ॥ সখের যাত্রার বিষয় অনেকে জানে, গিয়ে ভদ্রলোকের ভবনে, বলেন আমাদের পোষাক চুল নাই। অতএব মহাশয়, শ্রীপরুম যেন সাজান হয়, আর আমাদের পঞ্চাশ্ টাকা চাই ॥ এদের নাই লজ্জা সরম, বলে চা দুধ চাই গরম গরম, বাড়ীতে কিন্তু আমানি জুটে না। পেলে লুচি হালুয়া মিঠাই, করে চুপি চুপি পকেট সাই, বলেন দাও নাল্পো কচুরি দুই চারি খানা ॥ বিশেষ ইংরাজী পড়ে, মেজাজ সব যাচ্ছে বিগ্‌ড়ে, পেট্ হ'তে প'ড়ে অমনি খোঁজে চাকরি খালি। ত্যজে আপন জাত ব্যবসা, ঘটছে নিত্য দৈন্য দশা, ভরসা মাত্র খাওয়া আফিসে সাহেবের গালি ॥ তাতে টয়েন্টিয়েথ্ সেন্চুরি, উন্নতি তো ভূরি ভূরি, বাহাদুরি ঠক্ চাতুরী কাজে। সমাজের নাই পোঁদ্ পাস্তালা, স্বাধীনভাবে চলাবলা, গলাবাজী লেক্চায় খুব আওয়াজে ॥ পরে কেউ হ্যাট্ কোট্, দেখায় ইংরাজী চটক, আটক নাই চলছে তো সমাজে। আবার দেখ জেনানা মিশন নূতন ভাবে চাল চলন্, ধরণ ধারণ বিবিয়ানা সাজে ॥ খাদ্যখাদ্যের বিচার কই, কাবাব্ কাট্‌লেট্ খাওয়া বই, রোচে ঐ রিচ ফুড্ যত। তাইতো যত হিঁদুর ছেলে, আহার বিহার সব হোটেলে, অঙ্গ ঢেলে ম্লেচ্ছাচারে রত ॥ এই গাধা আমার প্রাণধন, গাধা আমার গুরু। গাধা ধ্যান, গাধা জ্ঞান, এই গাধা আমার বাঞ্চাকল্পতরু ॥ দুঃখের কথা আর বলবো কত, চা খাওয়া চাই ঠিক সময় মত, খাচ্ছে সব উচ্ছিষ্ট কাপেতে। পূজো আহ্নিক চুলোর ছাই, দাও এখন চা খাই, ঘৃণা হয় না একটু মনেতে ॥

বৈষ্ণব বৈষ্ণবী।

আমি সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে বৈরাগী, পেয়েছি বৈষ্ণবী।
নিজে মাগমরা, গরুহারা, ওঁর নাইকো স্বামী॥
গৌরাঙ্গের কি মিলন দেখ, গোছিয়ে রেখেছে ঠিক।
উনি যেমন পাকাথাকি, আমি বেহায়া বেল্লিক॥
লজ্জা সরম্ ধরম্ করম্ পাঁকে ফেলেছি পুতে।
লোক দেখান তিলক মালা, কুঁড়ো জালিটী হাতে॥
কাঁথাঝুলি, নামাবলী, চৈতন্ ফুরফুরে।
জয়রাধে বলে, ভিক্ষার ছলে, ফিরি দ্বারে দ্বারে॥
ঘটী বাটি, ছেঁড়াচটি, সাম্‌নে যেটি পাই।
এই যে হস্ত, আছে দুরন্ত, উধাও করি তাই॥
পেলে সুযোগ, যেথা মালসাভোগ, মাতি গিয়ে সেই দলে।
হাড়ি মুচি, নাহি বাছি, এক পুঁক্তিতেই চলে॥
আখড়া আমার নেড়াগির্জ্জে প্রেমানন্দ ধাম।
স্বয়ং আমি আখ্‌ড়াধারী মদনদাস বাবাজী নাম॥
কত সেবাদাসী, প্রেমবিলাসী, নিত্য নিচ্ছে মজা।
কেউ টিপে গা, কেউ তুটী পা, কেউ যোগাচ্ছে গাঁজা॥
কেউ বোতল ভরা, এনে সুরা, বদনে দিচ্ছে ঢেলে।
বলিনা স্পষ্ট, হবে রাষ্ট্র, গোপনে খাচ্ছি গিলে॥
ভালমন্দ ক'রনা সন্দ, এ মহাপ্রভুর ইচ্ছে।
কথায় কথায়, বলছে সবায়, বাবাজী মজা নিচ্ছে॥
আমার মত, কেউ থাকত, মিস আমাদের সঙ্গে।
মনের সুখে, থাক্‌বে সুখে, প্রেম রসরঙ্গে॥

বৈষ্ণবীর উক্তি :—

আমি নারী, কোড়ে রাঁড়ী, পতি বিরহেতে।
ছিলাম দুখে, মনের অসুখে, ঘুম হ'তোনা রেতে॥

প্রভুর কৃপায়, আর কিবা ভয়, পেয়েছি সাধুসঙ্গ।
প্রেমানন্দে, আছি আনন্দে, যা করেন গৌরাঙ্গ॥
প্রাতে উঠি, বাবাজীটী ভিক্ষায় বেরিয়ে যায়।
নিত্য আমায়, নিত্য পূজার যোগাড় কত্তে হয়॥
কেটে নাকে, রসকলিকে, গোপালজীকে পূজি।
গোপালের ভোগ বিনা জলযোগ করেন না বাবাজী॥
পক্ষান্তরে শনিবারে রাত্র বাসরেতে।
নিজে গোঁসাই, আপনি রয়, মালসাভোগ দিতে॥
হর্ত্তা কর্ত্তা, ভাই ভর্ত্তা, সকলই গোঁসাই।
গোঁসাই বিনা, আর দেখিনা, উদ্ধারের উপায়॥
তাই সম্প্রতি, হয়েছে মতি, বৃন্দাবন যেতে।
প্রেম্ উন্মত্ত, আছ যে ভক্ত, এস আমাদের সাথে॥

চেলার উক্তি :—

ক'রে চুরি, বাটপাড়ি, গুণ্ডাগিরি কত।
হোয়েছি ঠাণ্ডা, খেয়ে ডাণ্ডা, পুলিসের গুঁতো॥
জেল খেটে, জিঞ্জির এঁটে, বিধিমতে পেয়ে শাস্তি।
ধর্ম্মে দিয়ে মন, যাচ্ছি বৃন্দাবন, আমাদেরও কাকস্য নাস্তি॥
সুযোগ পেয়ে, মাথা মুড়িয়ে, নিয়েছি ভোলা ঝোলা।
মিলেছে গুরু, কল্পতরু, জুটেছি তেমনি চেলা॥
জয়রাধে ব'লে ভিক্ষায় গেলে, কাঁড়া ভক্তি হবে।
যোগে যাগে, মালসাভোগে, পেটটি ভোরে যাবে॥
বাবাজীকে পাঁচসিকে দিতে যদি পারি।
পাব নেড়ি, রূপসুন্দরী, সেই ইচ্ছাই ভারি॥
তাই প্রেমের টানে, বৃন্দাবনে, যেতে আকাঙ্খা।
প্রভুর কৃপায়, যদি মিলে যায়, প্রেমিক প্রিয়দাসী॥

গীত।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমতরঙ্গের ঢেউ উঠেছে মনে।
(হ'য়ে) অনুরাগী, গৃহত্যাগী যাচ্ছি বৃন্দাবনে॥
সংসার সুখে, ছাই দে মুখে, কি দেখে থাকি।
মুলে আসলে ফাঁকি (মরি হায়),
(আবার) বহুরূপী বহুদেখি ভক্তি হয় কেমনে॥
মনের মতন, পরেশ রতন, পেয়েছি গোঁসাই,
আর ভাবনা কিরে ভাই (মরি হায়),
(আমরা) তুলি ধ্বজা, করবো মজা, সাধ আছে যা মনে॥
ঘুরে ফিরি ভিক্ষা করি কাটাব জীবন,
পাব যুগল দরশন (মরি হায়)
(নিয়ে) প্রেমিক সুজন প্রেম আলাপন, হবে নিশি দিনে॥

সাচ্ কহ তো ধাক্কা খাও

সাচ কহতো ধা খাও, এই আমার হ'চ্ছে নাম। সাচ্চা কথা বলি আমি চাঁপা তলায় ধাম॥ উচিৎ কথা বলবো আমি, রাগ কেও করোনা। যত মাটী কচ্ছে সব, খেয়ে সাহেবি খানা॥ এলে বিয়ে পাশ করে চাকরীর জন্য মরে। ব্যবসায় দোষ নাই বলে, নিলে মুচির অন্ন কেড়ে॥ কেউ করে অর্ডার সাপ্লাই, কেউ করে কণ্ট্রাক্টরী। কেউ বা বেচে পম্প্‌শু স্লিপার, আহা মরি মরি॥ কেউ বা বেচে ঘোলের সরবৎ, কেউ বা বেচে চা। কেউ বা ভাজে চপ্ কাট্‌লেট্, এ ব্যবসা বহুত্ আচ্ছা॥ মা বাপের চৌদ্দপুরুষে কখনও কেউ থিয়েটার করে না। বলে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়ে, সাজবো চিতোরের রানা॥ আজ কাল-কার বাজারেতে কেও সাজ্‌তে চায়না রানী। বলে বাহাদুরকে "বাহাদুর" সেজে হবো এবার দানী॥ সখের থিয়েটারের পায়ে নমস্কার করি ভাই। বলে কাটাসৈন্য সাজবো আমি কিন্তু সাঁচ্চার পোষাক চাই॥ দশ টাকা

চাঁদা আমি মাসে মাসে দিই। যদি সাঁচ্চার পোষাক না পরি তবে লোকে বল্‌বে কি॥ সখের মাত্রার কথা বলবো কি আর ভাই। কারও বাড়ীতে গাওনা হ'লে সতরঞ্চি পোড়ান চাই॥ এইজন্য অনেক ভদ্রলোক সখের যাত্রা দেয় না। বলে "লে আও পান, লে আও তামাক, গরম দুধ এক কাপ্ দাও না"॥ সখ ব'লে পরিচয় দেয়, ভেতরে ড্রেস্ চুল ভাড়া নেয়। এরকম সখ করে যারা তাদের মুখে পড়ুক ছাই॥ আসরেতে বসে এমন পোদ চৌধুরীর ছেলে। লাকপতি হার মেনে যায়, বলছি আমি খুলে॥ বিদেশ থেকে অনেকেতে কলেজে আসে পড়তে। পাস দেওয়া ত যেমন তেমন, অনেকে ষাঁড়ের ভাত খেয়ে মরছে॥ তারা ভদ্রলোকের ছেলে ব'লে পরিচয় আবার দেয়। আবার সময় হ'লে ষাঁড়ের ঝাঁটা খেয়ে মত্তে হয়॥ কায়স্থদের পৈতে হ'লো, ব্রাহ্মণ হ'লো কানা। বিধবার সব হ'চ্ছে বিয়ে আজব কারখানা॥ কৈবর্ত্তসব মাহিষ্য হ'লো কিবা চমৎকার। পনর দিনে করতেছে হায় শ্রাদ্ধ বাপ মার॥ ওরে এতো শ্রাদ্ধ নয় গোবরাপিণ্ডি দেওয়া। শাস্ত্রে কি আর বলে কভু তাল সুপারী মেওয়া॥ এক মুখেতে একলা আমি বলবো আর কত। যদি কারও রাগ হয় শুনে, মেরে দিন দুই জুতো॥ তবু আমি সাঁচ্চা কথা বলতে তো ছাড়্‌বো না। যদি এতে ফাঁসি যেতে হয়, পরোয়া করি না॥ আমার নাম সাচ কহ, আমি সাচ্চা কথা বলি। অনেক লোকে মনে মনে দেয় গালাগালি॥ আমার কথায় রাগ করতো, যাও চলে ভাই বাড়ী। এখন আসি তবে বেলা হ'লো, নমস্কার করি॥

সাঁওতালগণ

গীত।

দরদিয়া হামার মাইলিরে বিনদিয়া হামার মাইলি।
তোঁহার আঁখিয়া সন্ধানে, কেন মোর মাথা খাইলিরে খাইলি॥
কুকিল ডাকে, হামের ডালে, তোমরা সব ফুলে গোয়ালে,
দরদিয়া দরদিয়ারে।

কত দুঃখ মোর কপালে, গোঁসাই হেন লিখেরে লিখেরে,
তুঁহার ছাতির মাঝে চোপার কলি, দেখে দেখে প্রাণে জ্বলি,
সাধ করি কুচ তোঁহায় বলি, সরমে ঝকমারী লো সরমে ঝকমারি,
একলা ঘরে সারারাতি, গুড় গুড় করে সদা ছাতি, দরদিয়া দরদিয়ারে
তোর লেগে রোচেনা ভাতি, মাইরি তোরে বলিরে,
মাইরি তোরে বলি ॥
দেখে তোঁহার রূপের গরব, সরমে ভরমে নীরব, মহনিয়া মহনিয়া লো
মনে ভাঁজি কত মতলব, কইতে ডরাই কথালো, কইতে ডরাই কথ
তোঁহার মোচ দেখে ঠোঁতের উপর, কেমন করে হিয়ার ভেতর
পেনে এ মরি পেনে এ মরি রে
সাধ হয় সদা মোর, তোর পিছু পিছু ঘুমিরে পিছু পিছু ঘুমি,
মনে করি আঁচল ধরে, সাথে সাথে লয়ে তোঁহারে, মহনিয়া লো,
দোঁহা মুক দোঁহা হেরে সদা সুখে রইলো সদা সুখে রই ॥
লাজ লাগে তাহ কইতে ডরি, হাঁপ লাগে তাই শুমরে
মরি কইতে দুটো কথা,
তুই করিস্‌নে আর চাতুরি, দিস্‌নে পেনে ব্যথারে
দিস্‌নে পেনে ব্যথা,
পেড়ে ফল গাছে থেকে, খাওব তুঁহায় চেকে চেকে
মহনিয়া মহনিয়া লো
তোদের হাঁসমুখ সব দেখে দেখে, কত সুখ পেনেলো কত সুখ পেনে
বনের মাঝে করিস খেলা মজাসে হাঁটিস দুবেলা কিসের লেগে তুই
আর দেখে কেন হাঁসস মেলা, সিটে মোরে বোলরে সিটে
মোরে বোল ।

গোলাপজামওয়ালা।

গীত

কে নিবি—চাই সখের গোলাপ জাম?
ফেরি করি দেশ বিদেশে জেলে পাড়ায় ধাম॥
আমার জাম মনহরা, ছুড়ি বুড়ি নিচ্ছে ছোঁড়া,
বেচি আমি পয়সায় জোড়া, বেশী নয় কো দাম॥
আমার এ জামের রসে অরসিকের মন রসে,
একবার নিলে আবার আসে, করে কত নাম॥
দাঁড়িয়ে আছ অনেক জনে, দুচার পয়সা নাওনা কিনে,
খেলে পরে সখের প্রাণে হবে গো আরাম॥

চুড়িওয়ালা।

গীত

হাওড়া পোলের বালা, তোরা নে কুলবালা।
পয়লে পরে রবেনা তোর, বিরহ জ্বালা॥
নামটি এর "হাওড়া পুল", প্যাক ভেঙ্গে এনেছি খুলে,
জেল্লা বাড়ে জলে ধুলে, ছাঁচেতে ঢালা॥
বোম্বায়ে হয় তৈয়ারী, বৎসরান্তে করি ফেরি,
আমি সাধ মিটাই সকলেরি, দিইনাক টালা॥
করি কত কারিকুরি, এর ভিতরে রং পুরি,
নইলে কে আছে হুজুরি, পারে কোন শালা॥
পরাব ঠিক হাতের মাপে, বসে যাবে কাপে কাপে।
হবে না লো হাঁপে ঝাঁপে, ঢিলে ঢালা॥
পর যদি প্রাণ খুলে, আবেশে মন যাবে ভুলে।
ভাঙ্গেনা প'রে শুলে, নয় ত গালা॥

সিলায়ে জুতা বুরুস।

আও বটিকি, লেকে জুত, সেলাই করকে দেঙ্গে। এই কাম জরুরি, মত কর দেরী. বড় দূর মে জাঙ্গে॥ ভবানিপুর মে হ্যায় বেরা শশুর ঘোড়া কা সাজ বানাতি! মেরা জাত খোট্টা চানার, কৈ কৈ, ঘোড়াকা লেদি উঠাতি॥ কই মুলুকসে আতা, কুছ নেই জানতা, খরচ করকে রূপেয়া খালি। টিকি রাখতা মালা পরতা বান জাতা গোঁসাই॥ জরু মিলতা, ফাইদা দেতা, (ফোঁটা কাটকে) মালসা ভোগ বি মারতা। খাঁ বানকে, পয়সা লেকে গোরকে ধুলি দেতা॥ কই স্মৃতি পিনকে, সহরমে আকে, হোটেল মে কাম করতা। চপ্ কাটলেট করনা কাবাব ভাজদি হ্যায় পরটা॥ কই গণক হোতা, হাত গোনতা, করতা খানসামাগিরি। কই মুটিয়া হোতা, মোট লেকে ভাগতা, করতাহ্যায় দিকদারি॥ কই ঝাড় দেতা ভুষিওলা হোতা বেচতা কাবলি চানা। কই হাজাম বানাতা, কুত্তেকে কাম করতা চুরি করতা ও সবছ না॥ এসা ভোল ফিরাইকে, হরি হরি বলকে, হোতা হাই বাবু মুচি। সেলাই করকে হাফ সুল মারকে হোতা জবাব সুচি॥

গীত।

জুতা বুরুস বাবু সিলায়ে জুতা।
ছেঁড়া ফাড়া হামলোক নায়া বানাতা॥
বাবু জরুর জাগা, কাম বড়া মজবুত হোগা,
পুরা চুনকে চামড়া আল বানাতা॥
হামাদের মতলব আচ্ছা, হামলোক টিকি রাখতা,
মালা রাখকে ফোঁটা কাটকে বাবাজী হোতা।
কভি এক নকার লেতা, কুত্তেকা কাম করতা।
ছানা বেচতা উসকা ময়লা নিকালতা,
কভি হোটেল মে কাম করতা দাড়ি রাখকে হরিবোল বোলতা॥

হিজড়েরদল।

গীত।

(তোরা) সোনার খোকা পেলি কোলে নব যুবতী।
বর্ষে বর্ষে আল্লার দোহাই হবি পোয়াতি॥
আল্লা দোয়া করেছে, তাই হিজরা এসেছে,
হাত তালি দিয়া নাচি হিলায়ে ছাতি॥
খোকার বাপ থাকুক বেঁচে, আশীর্ব্বাদ করছি নেচে,
কোলেতে চাঁদ পেয়েছে এই ভাগ্যবতী॥
থুন্‌তা থুনা থুনা, ধিন্‌তা ধিনা ধিনা,
খোকাকে চোষানা সেনা, নোবো আর সোণা দানা
উরানি ধুতি।
এর পর আর এক ছেলে, যবে তুই পাবি কোলে,
আসবো মোরা হেলে দুলে সধবা সতী॥
দেনালো টাকা কড়ি, সিন্দুর হাতে চুড়ী,
নাচিলো তোদের বাড়ী হিলায়ে ছাতি॥
তোর খোকা ছিরি ছাঁদ, যেন আসমানের চাঁদ
সংসারে পাতলি ফাঁদ দেখ্‌ছি সম্প্রতি॥
হিজরাকে না দিলে ভেট, তোর ভাতারের ফবে পেট,
নাম রাখবো জগৎশেঠ দশক্রোর পতি॥

উচিৎ বক্তা।

শুন শুন সভ্যগণ, করি আমি নিবেদন, শুন এখন গোল করোনা ভাই। আমায় দেখে, বলে এ আবার কে, কোথা হ'তে এলো এ বালাই। আমি উচিৎবক্তা স্পষ্ট বাদী, যেখানে ঘটে বাধা বাধি, গিয়ে সাধি আপনার কাজ। আমার এই কথার তরে, অনেকেই রেগে মরে, মারে ধরে তবু

নাইকো লাজ ॥ কিন্তু আমার সুক্ষ্ম বিচার, গলদ দেখে আচার ব্যাভার, স্বেচ্ছাচার অত্যাচারে চটা। দোষ দেখে করি মাটী, কথা কই খাঁটী খাঁটী, খাই গাল কভু লাঠি, জেল খাটী, কথায় এম্নি ছটা ॥ উচিৎ কথা বলি লোকে, বালক ছেলের চসমা চোখে, বাড়সাই ফুঁকে, শার্ট কোটের কি বাহার। কি ফ্যাসানে কাটে চুল, ল্যাজ্‌ কাটা ঠিক বুল্‌বুল্‌, যমের ভুল কলির অবতার ॥ তাদের বুদ্ধি সব সৃষ্টিছাড়া, মাকে দেয় হুদম্‌ তাড়া, বাপ্‌কে বলে ওল্ড ফুল ফাদার। আজ কালের শিক্ষার ফলে, স্কুল কালেজের বিদ্যাবলে, ভাবগতিক এম্নি দাঁড়িয়েছে এবার ॥ আর কত কব দুঃখের কথা, বাঙ্গলীর নাই কোন ঐক্যতা, বিভিন্নতা সকল কাজে দেখি। কোন কাজে ঠিক নাই, সকল কথাই লম্বাই, আস্বায়ে বেজায় কিন্তু শেষে ঠেকা ঠোক ॥ কথা কয় নানা রকম, কাজে কিন্তু খুব কম, ঝমাঝম্‌ দেয়গো লেকচার। তার সাক্ষী প্রতিজ্ঞা ক'রে, স্বদেশী মুভ্‌মেণ্ট করে, রক্ষা হ'লো শেষ কইবা তার। এজিটেশন্‌ ঘাটে মাঠে, দেবতার স্থান কালীঘাটে, চোট্‌ পাট্‌ সর্ব্ব স্থানে শেষ ফস্‌কে যায়। প্রথমে খুব বজ্র বাঁধন, ফস্‌কা গিরো ঘটে কেমন, শেষে যেমন খুঁজে পাওয়া দায় ॥ আগে বলে বাজিয়ে নাক, শেষে হয় সব ফাঁক, অবাক হ'য়েছি এব দেখে। কোথা গেল ভাব স্বদেশী, বিদেশীতে ঠেসা ঠেসি, দ্বেষা দ্বেষী সব গেছে ঢুকে ॥ আর কথা কব কত, ধিক্কার হয় বলতে যত, ক্রমাগত বাঙ্গালী সমাজে। তার সাক্ষী বিবাহ প্রথা, আদান প্রদান কি কব তা, যোগ্যতা ক্ষমতা বিচার কিছু নাই সে কাজে ॥ যদি হয় পাশ করা ছেলে, যত পার দাও ঢেলে, সর্ব্বস্ব পেলে বাপের মনে না ধরে। ধিক ধিক একি কাজ, ধিক রে হিন্দু সমাজ, নাহি লাজ এ ঝকমারি তরে ॥ আরও বিধবার চক্ষের জলে, সমাজ গেল রসাতলে, তাহাদের হায় দুঃখ কেবা ভাবে। তাঁদেরই এই মনস্তাপে, তাঁদেরই শত অভিশাপে, সেই পাপে উৎসন্ন যায় সবে ॥ টয়েন্‌টিয়েথ্‌ সেন্‌চুরি, দেখি সব বাহাদুরি, লুকোচুরি চলছে এই সমাজে। কেবা কার খবর রাখে, বলি কাকে শুনে বা কে, সমাজ কথা বলতে গেলে সদাই মরি লাজে ॥ ব্ল্যাক স্টোন বলে দেবতা, শাস্ত্র সব

উপকথা, অলহাবাগ্ হিন্দু ধর্ম্ম বলে। স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিয়ে, টম্ টমেতে বেড়ায় নিয়ে, বাঙ্গালী হ'য়ে সাহেবী চালে চলে॥

আবার বাঙ্গালা কথা বল্তে গিয়ে, ইংরাজী কথার বুক্নী দিয়ে, কথায় কথায় কত ইংরাজী ভাজে। সাজে ঠিক ইংরাজী ড্রেসে, কিন্তু রঙে নাহি মেসে, টাস্ ফিরিঙ্গীর মত মানকি সাজে॥ হিন্দুধর্ম্ম পায় না কল্কে, দাঁড়িয়ে আছে কেবল পল্কে, দোল্কে যায় বাবু ভেয়ের রোকে। ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই ঠিক, অপকর্ম্ম বাস্তবিক, কি অধিক বলি দেখে চোখে॥ কেউ শিব কেউ শক্তি পূজে, বিষ্ণুর ধ্যান চক্ষু বুজে, পায় না খুঁজে কার কি ধর্ম্ম ভাব। কেউ খায় নিরামিষ্য, কেউ করে হবিষ্য, অমিষ্য মাছ মাংস কাট্লেট্ কাবাব॥ কেউ গোঁফ কেউ দাড়ী রাখে, খোষামুখোর টীক থাকে, কেউবা কাটে লম্বা টেরী কেউবা রাখে ক্ষুর। কারও পরা হ্যাট্ কোট্, কারও কোঁচার খোছোট্, ডোর কৌপীন চাদর বিহীন আছেন কতশূর॥ গৃহলক্ষ্মী কারও ঘরে, শাড়ী শান্তিপুরে পরে, কেউ বা করে বিবিয়ানা সাজ। কোন বিষয়ে নাইকো মিল, সাজে কাজে এক তিল, টিল্ মিস্ করছে এই সমাজ॥ আর বলতে হয় ধিকার, কেউ বেরোয় না করতে সৎকার, অন্ধকার সবার মড়া মলে। কেউ ঘেঁসেনা সে কাজে, নানারকম ওজর ভাঁজে লাজে মরি শুনে অঙ্গ জ্বলে॥ কেউ পরিবারের পেট বলে, কেউ ছোঁয়াচ কয় ছলে, কলে কৌশলে ঘেসেনা সেদিকে। এতেই বুঝা যায় ধর্ম্ম, এই কি বাঙ্গালীর কর্ম্ম, মর্ম্ম বুঝেছি শিখেছি ঠেকে॥

দেখি অন্য জাতের রীতি, মাড়োয়ারী খাট্টা প্রভৃতি, ধর্ম্ম নীতি ইস্লাম আদিতে বেশ্। উৎসাহ ক'রে ছোটে সবাই, ধর্ম্ম বোধে হর হামেসাই, দোহাই ব'লে সবাই দেয় ঘেঁস্॥ এখন দিয়েছি সব জলাঞ্জলি, কে শুনে বা কারে বলি, সদা জ্বলে ভারত মাতার অন্তর। আর্য্য পুত্র কুলাঙ্গার, জন্মেছে ভারত মাতার, বিষম আচার দেখে প্রাণ শিহরে॥ এখন দেখে শুনে হ'য়েছি বোকা, লেগেছে মনে বড়ই ধোকা, চোখা চোখা দু এক কথা কইতে আর নারি। সেই গর্ভে কি এই বাঙ্গালী, জন্মেছে দিতে কুলে কালী, দিই গালি, মুখে আসে কই আর পারি॥ তাই আমি এসে

এবে, ধর্ম্মদেশে এ মতলবে, শিক্ষা দিই উন্নতি কারণ। ধর্ম্মে কর্ম্মে স্নাথ মতি, ভবে নাই অন্য গতি, প্রে টু গড্ কর সবে ভাই বন্ধুগণ ॥

রাঁড়ের ভেড়ো।

বেশ্যার উক্তি :—

এর ইয়ারকির বলিহারী নাইকো ধর্ম্মাধর্ম্ম। ছুলে বাগ্দী বাদ যায় না সমেদ রিপুকর্ম্ম। দাসীপুত্র বেশ্যাপুত্র সকলের অগ্রনী। কারও বাপ্ বেচে পান সুপারি, মা দাসীর রানী ॥ এদের কেরদানী বেশী বাবুগিরির সেরা। হার মেনেছে রাজা বাদসা সিন্দুরের বান্দুরা ॥ ইনি নচ্চার সেরা অন্ন মারা কেবল ঘর জোড়া। ইচ্ছা করে কুলায় বায়ে করি ঘর ছাড়া ॥ সাধ করে কি ঝাঁটা পেটা করি এর পিঠে। ভিক্ষার ঝুলি টুকনি হাতে পাছে আমার ঘটে ॥ এমন বদ বেহায়া বিটকেল্ মাতাল নাইকো রাঁড়্ পাড়ায়। ইচ্ছা করে দড়ি দিয়ে বাঁধি খাটের পায় ॥ ইনি বাবু গিরিতে যত খোয়ালেন আমায় কল্লেন ভুট্। হাতা বেড়ি খুন্তি বেচে দিলে হরিলুট্ ॥

উপপতির উক্তি :—

আপন ভেবে বেশ্যায় আমি স'পেছি প্রাণ মন। তার ফলাফল ভুগ্‌ছি কত কি আর বলি এখন ॥ বাল্যেতে ছিলাম ভাল কলেজ যাবার কাল। পড়াশুনা যেমন তেমন আড্ডাই হামে হাল। ব্রেণ্ডি, ব্রাণ্ডি, জুড়িগাড়ী লাগতো তখন ভাল। এর পিরীতে প্রাণটী আমার জমাট বেঁধে গেল ॥ এর রূপের ছটায়, প্রাণটী কাঁদায় গুণ কি আর বলি। যেন বৈশাখের শালিকের মত কপ্‌চায় কত বুলি ॥ ইয়ারের দল আসতো কত রং বেরংএর সাজ। কামিজ আঁটা লম্বা কোঁচা মাথার মাঝে খাঁজ ॥ আদব কায়দা, এটিকেট্ দুরস্ত, বাবুদের সব একাকার। এক পেয়ালা চা বিস্কুট নাইকো জাত বিচার ॥ রম্, হুয়িস্কি, ব্রাণ্ডি, সেরি চলতো অবিরাম। চপ্ কাট্‌লেট কারি কোর্ম্মায় পেট ভরাতাম ॥ ইভ্‌নিং পার্টি, বাগান পার্টি চলতো দিন রাত। হলাম পয়সা বিনা ছন্নছাড়া, বুঝি হইবা কুপোকাত ॥

বাঁধলো বটে প্রেমের কবাট ভাঙলো পয়সায় মান। ভিটে মাটী চাটি হ'লো এখন করছি পীরের গান॥ মা কাঁদিয়ে বাপ কাঁদিয়ে ক'রে পরিপাটী। কিনি এসেন্স্ পমেটম্ আতর গোলাপ বেচে ঘটী বাটী॥ তবু পাই না মন, বিরস বদন, ধরে ধুঁটী নাটী। আদর করে পিঠে আমার ফুটায় ঝাঁটার কাঠি॥ এখন গোলামী ক'রেছি সার কারে বা কি বলি। এর পীরিতে মজে হায় সব দিলাম জলাঞ্জলি॥ কাজের মধ্যে ছুটী—বাজার করা জল তোলা। শুধু কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি সন্ধ্যা বেলা॥

গীত।

আমি বেশ্যাকে বিশ্বাস করে সকল খোয়ালাম,

আমি ফতুর হইলাম।

কোঠা বাড়ী বালাখানা, বাপের আমার তোষখানা,

বেচে কিনে ঐ চরণে অর্পন করিলাম॥

বাগান বাড়ী গাড়ী ঘোড়া, শাল দোশালা জোড়া জোড়া,

কিবা হারিয়ে যেমন চোঁড়া হ'য়ে রহিলাম॥

সুখের দিন সুখে গত, ইয়ারের দল আসতো কত,

হুইস্কি, বিয়ার, মাটন্, কারি, চলতো অবিরত;—

ষোড়শী রূপসী ঘরে, ভাসায়ে তারে পাথারে,

সুখ যত বেশ্যার ঘরে তাহা জানিলাম॥

সব খোয়ায়ে ষাঁড়ের দাস, লোকে করে উপহাস,

গলাতে পিরীতের ফাঁস কেন পরিলাম॥

ভজন।

বাহার জান রে বেইমান, আগের আথের জানকে চলনা। দিলমে কাচ্চা, মুখে আচ্ছা, লোচ্চা কাম সব ছোড়না॥ আঁখি বুজকে ধ্যান করতা গঙ্গাজী কিনারে। মলকা আওয়াজ এসা তারিপ, চমককে আঁখ ঠারে॥ রেণ্ডিকা ঘরমে ডাল খিচুড়ি হাণ্ডিমাকা তরকারী। সবকো মারতা, কৈ

নেই ধরতা ঘরমে ব্রহ্মচারী ॥ ঘিউমে চরবি মিলায়ে, চামড়াকা পানি ঠাণ্ডা। হাড্ডিকা চিনি চল গিয়া সব, ঠাকুরকা ভোগ মোণ্ডা ॥ গল্লি গল্লি বসাকে কালী, জবাই হোতা হে খাসি। কুত্তা, ভেড়ি, বখরি বি কাটতা, কোন লেতা তল্লাসি ॥ কচ্চুওয়ালি বুড্ডি খানকি, খেলতা কেয়াওসতাদি। দুধকা লেড়কা করতা খারাপ শালী হারামজাদি ॥ গুরু কাদায়ভিক মাঙতা, না চালতা ঢেঁকি। চেন, ঘড়ি, আংটি, ছড়ি বেটা পরতা মেকি ॥ ছুড়িড বুড্ডে বড়ি পিনতা, মুখে খড়ি গুণ্ডি। সাবান ঘসকে রূপ বাড়াতা, আলকাতরা রংকা রেণ্ডি ॥ ঘর পর জরু বৈঠে, আর নেই রাখে মর্যাদা। শালা শালীকো খাতির করতা এইসা হারামজাদা ॥ রেণ্ডিকা ঘরমে পূজাকি মজা বহুত হোতা ধুমধাম। বাপমাকা শ্রাদ্ধমে খরচ নেই করতা, এসাই রেণ্ডিকা গোলাম ॥ পিতা মাতাকো খানে নেই দেতা, কয়তা বুরা বাণী। ছাত্তি ফুলায়কে, কোঁচা দুলায়কে, করতে হে ফুটানি ॥ পম্প সু পিনকে নিকালতা সব, টেঁকমে নেই পয়সা। রেণ্ডিকা ঘরমে জুত্তা লাথ খাতা হ্যায় হামেসা ॥ রংবেরংকা কামিজ পিনতা, ধোবি সে ভাড়া লেতা। নেওতা ঘরমে নেয়া জুতি, বেমালুম বদলাতা ॥ দাক পিনকে রাস্তামে ঝামেলা, রেণ্ডিকা সাৎ দোস্তি। হত্তুকি দাওা করতা ঠাণ্ডা, বানায় দেতা সুস্তি ॥ আজ কাল কা চাল হুয়া সব আঁখিমে চশমা ধারী। ফ্রেমটা খোলি বন্ধক দেখে শুঁড়িকা ঘর দোড়ি ॥ হাণ্ডনোট কাটকে কাপ্তেন বাবু হাঁকতা জুড়ি গাড়ি। দো চার রোজ নবাবী করকে যাতা হরিণবাড়ী ॥ মটর চড়কে, রেণ্ডি লেকে নিকালতা সব বাবু। ভাড়াকাওয়াস্তে লালবাজারে কর দেত্তেহে কাবু ॥ কেতনা শালা, হিন্দু গোয়ালা কসাইকো বেচে গরু। পয়সাকোয়াস্তে ইয়ে লোক ধর বেচা জরু। মাড়য়ারি হোকে বেচতা সরাপ কেয়া মজিদার। ধরম করম চল গিয়া সব পয়সা কি বাহার ॥

ধন্যযুগ কলিকাল।

গিন্নী তোলে প্রেমের পাল॥

কর্ত্তা :—

ইনি আমার শয্যাগুরু গুহন মহাশয়। পাছে ছেড়ে চলে যান এই আমার ভয়॥ পেটে ধরেছে মা শুধু সেই অনুরোধে। পাঁচ টাকা খোরাকি দেব যদি বাবা তার সাধে॥ বাবা হল গুড়কুল কইনি আমি কথা। কিন্তু মাগের পায়ে মালিশ করি যদি হয় ব্যথা॥ নিজে খাই শুক্‌নো রুটি মাগের চাই লুচি। বড়বাজারের চাটনি কিনি নিত্যি তার অরুচি॥ মাস কাবারে মাইনে পেলে দিই ধরে শ্রীপায়। নইলে পরে ধরে শ্রিপায় তুলে দিবে অভাগায়॥ উঠতে বল্‌লে উঠি আমি বসতে বল্লে বসি। (যেন) পূর্ব্ব জন্মে ছিলেন তিনি মা কিংবা মাসি॥ এত করে যোগাই মন তবু সদা মুখ ভারি। পাশ করা মাগ বিয়ে করা যাইগো বলিহারী॥ শালা হল বড় কুটম্ব শ্বশুরের ছেলে। খাচ্ছেন দাচ্ছেন আছেন বেশ অন্দর মহলে॥ আমি আসি আফিস থেকে রোদ্দুরেতে পুড়ে। গিন্নী বেরোন হাওয়া খেতে মটরগাড়ী চড়ে॥ চাকর ছোঁড়া সদাই ফেরে গিন্নির কাছে কাছে। আমার বোধ হয় ওর সঙ্গে ওর আর কিছু বা আছে॥

গিন্নী :—

আমার গয়না গাঁটি টাকা কড়ি অভাব কিছু নাই। (তবু) প্রাণের ভিতর হু হু করে জ্বলছে গো সদাই॥ আমার এ যৌবন তরীর হাল ধরিবে কে। মুখ ফুটে বলতে নারী ঐ দাঁড়িয়ে আছে সে॥ আহা কি ঢল ঢল আঁখি দুটি যেন মদন বাণ। মিষ্টি কথায় মন ভুলে যায় কেড়ে নেয় গো প্রাণ॥ প্রেমের পাল তুলে দিয়ে হাল ধরবো আমি। এস আমার প্রেমের নাগর তুমি আমার স্বামী॥ এস যাই হাওয়া খেতে চেপে মটর কারে। আমি তোমার সহায় আছি কে কি কর্ত্তে পারে॥ (তাকে) মুখে বলি ভাল বাসি, কিন্তু অন্তরেতে তুমি। ওর বুড়ো বয়সে বিয়ে করা হয়েছে বাঁদরামি॥

চাকর :—

বলছো কি গো মা ঠাক্‌রুণ আস্তে কওগো কথা। বড়বাবু শুনতে পেলে খাবে আমার মাথা॥ এত ভাল বাস আমায় জানতেম যদি আগে। কত মজা করতুম আমরা মিতা যোগে যাগে॥ তুমি যে হয়েছো আমার স্বপনেও তা জানিনি। এখন আমার হৃদে এস করে মেহের বাণী॥ আমি তোমার প্রেমের সরকার তুমি আমার তাই। চল তবে হাওয়া খেতে গড়ের মাঠে যাই॥ কর্ত্তাবাবু আফিং খেয়ে শোবেন একটু পরে। গুপ্ত প্রেমের জন্ম হবে গভীর অন্ধকারে॥ তোমায় আমায় মিলন হওয়া ঈশ্বরের খেলা। পথে ঘাটে দেখতে পাবে এবেলা ওবেলা।

বলিহারি কলির চাল!
হরিণ চাটে বাঘের গাল॥

সাধখাঁ :—হায় কি কব দুঃখের কথা বলতে বুক ফাটে। আমার মেয়ে হ'ল ১৬ বছুরে পাখনা বুঝি উঠে॥ আমি জেতেকলু, নামটী ভুলু, সূর্য্য-বংশধর। বাপের অগাধ টাকা সম্পত্তি আমার মুঠোর ভিতর॥ কিন্তু ইচ্ছা আছে মেয়ের বিয়ে দিতে বামুনের ঘরে। না হয় দোব তিনশো টাকা মাসোহারা ধরে॥ আর নগদ দোব পাঁচ হাজার আর চৌরঙ্গীর বাড়ী। কৈ ঘটক বেটা আসছে নাক কেন কচ্ছে এত দেরি॥ প্রোশে-শন যা হয়নিক তা করবো এই বারে। এক হাজার মেয়ে মানুষ আসবে শাঁক হাতে করে॥ বাঁধা রোসনাই, পুতুলনাচ সব রকমারি হবে। সখের যাত্রা, সখের থিয়েটার গিন্নি কিন্তু চাইবে॥ বাবুরা সখ বলে পরিচয় দেয় টাকা চায় আশি। বলে বোতল কতক মদ না দিলে সাজব না মালিনী মাসী॥ তবে চাঁপাতলায় "লীলাবতী" ক্লাব আছে আমি জানি। একমাত্র সখ করেন তাঁরা একথা ঘাড় হেঁট করে মানি॥ ঐ যে ঘটক বেটা আসছে হেথা কি খবর বলে শুনি। বোধ হয় বাগিয়েছে কোন বামুনের ছেলে, তাই হাসি হাসি মুখখানি।

ঘটক।—আমার ষ্টেশনারি, বিল্ডিং কণ্ট্রাক্টরী নাইক কিছু বাকি। তাই দিনের বে'লা সাজি বাবু, আর রাত্রে গাড়ি হাঁকি॥ এখন সে সব ছেড়ে ঘটকালিতে হ'য়েছি আমি রত। আমি অঘটন ঘটাতে পারি তোমাদের কথা মত॥ এই সাধখাঁ বাবুর মেয়ের বিয়ে, হবে বামুনের ঘরে। কিন্তু হাড় কখানা সার হ'য়েছে ছেলের ম্যালেরিয়া জ্বরে॥ টাকার জোরে কত মুচি হ'য়েছে এখন শুচি। তার বাড়ীতে ব্রাহ্মণেতে কত খাচ্ছে মোণ্ডা লুচি॥ আজকাল টাকা ইষ্ট, টাকা কৃষ্ণ, টাকা হ'ল সার। তাই টাকার জোরে, বামুনের ঘরে, কলু্া মেয়ে হ'ল পার। কত বেশ্যার মেয়ে গণ্ডা গণ্ডা আছে গৃহস্থের বাড়ী। আবার তাদের ছেলে সমাজের নেতা, দুনিয়াকে বলিহারী॥ কালে কালে কত হবে এই ঘন্ত কলিকাল। কালের ফেরে হরিণ হ'য়ে চাটছে বাঘের গাল॥

কন্যার উক্তি :—বলি হ্যাগা বাবা, এই কি তোমার আক্কেল হ'ল শেষে। তোমার জামাই হ'ল জরোরুগী মরি গো আপশোষে॥ আবার শুনছি নাকি এঁরা বামুন, তাই যদি হয় ঠিক। তাহলে তোমার চেয়ে দুনিয়াতে আর নাই কেউ বেল্লিক॥ তুমি যেমন আস্ত গাধা আমার শ্বশুরকেও তাই বলি। এখন যেন দিন কতক, কলি সিঁদুর পরতে পাইমা কালী॥ আমার বাবা ছিলেন সাধখাঁ এবার হ'লেন গো বামুন। আপনারা সব দাঁড়িয়ে কেন গলায় দড়ি দিয়ে টানুন॥

সাধখাঁ :—

পরের জাত নিতে গিয়ে আচ্ছা বিপদ হ'ল।
জামাই কিন্তু যাবে টেসে, মেয়ের বয়স হ'ল যোল॥
হায় কি কষ্ট, অর্থনষ্ট, মেয়ের ধর্ম্ম নষ্ট হবে।
কেউ কখনও এমন কর্ম্ম ক'রোনা গো ভবে॥
পরের জাত নষ্ট কল্লে এমনি হবে জ্বালা।
আমি তবে যেতে হবে বাড়ী চাঁপাতলা॥
নামটী আমার শ্রীরামচন্দ্র করি নমস্কার।
সবে দেখে শুনে শিক্ষা কর বলছি বারে বার॥

গীত।

কন্যার উক্তি। :—

বাবু! এত সাধের যৌবন আমার শুকুয়ে যাবে হায়।
বাবা আমার আস্ত গাধা জেতে উঠতে চায়॥
টাকা কড়ি খরচ করে, জ্বরোরোগী দিলে ঘরে,
আপশোষেতে যাইগো মরে বাঁচিনি লজ্জায়॥
দুখানা হাড় মড়ার আকার, এই কি উপযুক্ত আমার,
(হবে) দুদিন বাদে পগার পার, তখন ক'রবো কি উপায়।
আমার এই কমল কলি, শুকিয়ে যাবে বিনা অলি,
তখন ঘুরতে হবে অলিগলি রাস্তায় রাস্তায়॥
ধন্য যুগ এই কলিকাল, হরিণ চাটে বাঘের গাল,
মুটে শাল দিচ্ছে গায়, টাকায় কথা কয়॥
সবাই মিলে ক'রো মাপ, এটি (বরের প্রতি) আমার ধর্ম্ম বাপ,
অবাক মুখে নাহি বাক্, জলছিগো জ্বালায়॥

মুন্সি পালের প্যাঙড়।

শুনিয়ে বাবু বাণী, যে লোক্‌কো ভেজা হায় কোম্পাণী, ধরিষ যে করি একি রোজ কাম॥ এইসি কাম্ কর দেজা হাম্, সবকোই করেগা খোস নাম॥ ভোরমে উঠকে, হাজিরী লিখাকে, পিছাড়ীমে করি কাম্। ছোটা বড়া সব বাবুকো মেলোককো সেলাম॥ সড়ক্‌মে গলিমে ফিরি, ঝাড়ু বুরুষ মারি, ঘুরি ফিরি তামাম। যাহা যো কুছ্ ময়লা দেখতা, উঠাকে লে জাতা, কভি নেহি ছোড়্‌তা হাম্॥ ডেরেন ঝাঁঝ'র আউর্ মুহরী করাই লিজিয়ে সাফ্। সুদরা কাম্, কর দেজা হাম্, বইঠ্‌কে দেখ লিজিয়ে আপ্॥ বড়ি সুদরা কাম্, আমার না হয় বদলাম। সুদরা কাম্ দেখ্‌কে, আংরেজ লোকে, বিলাত মে ভেজা নাম॥ হাম্ ঝুট নেহি বলি, ময়া কোদাড়ী, ইসিমে টানেগা পাক্। ঝাড়ু দেকে, বুরুষ মারকে, আচ্ছা কর দেগা সাফ্॥ কিসিকো ডেরেণ বন্ধ হোগা, নেহি চলেগা

পানি। নয়া বাঁখারী দেখে আচ্ছা করকে সাফ্ করেগা হামি॥ কোদাড়ী টুক্‌রী, ঝাড়ু বরুষ বাঁখারী, সব লেয়ায়া আচ্ছা। টুকরী ভর্‌কে, পাঁক্ উঠাকে, করেঙ্গা এই বাচ্ছা॥ দেখিয়ে মেরা হিক্‌মত, দেখিয়ে মেরা কাম। আর কিসিকে মাত্ ঢুঁড়িও বরাবর আবেগা হাম্॥

গীত।

ছোটা বড়া সব বাবুকা মেলোক্‌কা সেলাম। জল্‌দি সাফ করি বাবু, ড্রেণ ঝাঁঝরি কাম॥ শুন বাবুলোক ধনী, মেলোক্‌কা ভেজা কোম্পানী, আগাড়ী কাম কর্‌কে, পিছু লেগা দাম॥ বহুত রোজ হোগিয়া ঝাঁঝ্‌রি সাফ নেহি হুয়া, আচ্ছা কাম কর দেগা, নেহি হোগা বদনাম॥ ঝাঁঝরি কা পাঁক নেহি রাখেঙ্গা, উস্‌কো বাহার ফেকেঙ্গা, বাবুসে বক্‌সিস্ লেগা, নাহি ছোড়েগা হাম॥

নামজাদা এণ্ড কোম্পানি। ইন্‌সল্‌ভেণ্টের আসামী॥

আমি ঢের করেছি অর্ডার সাপ্লাই আর কণ্ট্রাকটারী। চাকরী বর্ত্তেও ছাড়িনি আমি করে উমেদারী॥ সকল জিনিষ স্যাম্‌পেল আনাই চিঠিলিখে আরজেণ্ট্। শয্যাগুরুর পরামর্শে নিয়েছি ইঁনসলভেণ্ট্॥ আমার মাসের মধ্যে দিন পনর ছোট আদালত ঘর। আমি পীর, প্যাগম্বর সবই মানি, মানি তারকেশ্বর॥ আমার সকল বিদ্যে জানা আছে নাই কিছু বাকি। বিশেষ আমার গুণ আছে পরকে দিতে ফাঁকি॥ আমার কারবের মস্তনাম যে দেখে সেই বলে। আর প্রথম প্রথম সবাই জিনিষ ধার দিয়ে যায় চ'লে॥ পেমেণ্ট করবার সময় হলে বোনাই বাড়ী গিয়ে। বৈটকখানায় লম্বা হয়ে পড়ি আমি শুয়ে॥ আমায় দিলে কণ্ট্রাক্ট তুলতে পারি পাকা ইমারত। মুন্সিপাল দেখতে পেলে দিই আমি চম্পট॥ প্ল্যান সংসন করাই আমি হইনিক তাই ফেল। আর জরিমানা ঢের দিয়েছি বাকি কেবল জেল॥ আমার কথা মিষ্টি, মধুবৃষ্টি আমার কাছে এলে। একবার

বই হবার কিন্তু আসবে নাক ফুলে॥ সই কর্ত্তে ভরাইনিক নামজাদা কোম্পানি। না হয় গিয়ে ঠেলতে হবে আলিপুরের ঘানি॥ আমি বড্ড চতুর, খুব বাহাদুর কারামজাদা নাম। আমার নাইক কিছু পুঁজি পাটি আপসে চালাই কাম॥ খাই নিরামিষ্য হবিষ্য করি একাদশী। পাওনাদার এলে পরে ছাতে গিয়ে বসি॥ নিজের কথা নিজে আমি বলছি অনেক দুঃখে। আমার মতন অনেক বাবু দেখতে পাবে চোখে॥ বলি এই সব বাঁদর গুলোর ল্যাজ হোতো যদি। আমিও আমার আপন পাছায় দিয়ে থাকতুম নিরবধি॥ বলতে গেলে আমার কথা কুষ্টি কর্ত্তে হবে। এমন নামজাদা কোম্পানি কেউ দেখেছ কি ভবে॥

সূর্পনখার নাসিকা ছেদন॥

আদ্য কাণ্ড সুধা ভাণ্ড রঘুনাথের বিয়ে। অযোধ্যার বনবাস ভরতে রাজ্য দিয়ে॥ উত্তরা কাণ্ডের কথা (কিছু) শুন সর্ব্বজন। যেরূপে সূর্পনখার নাসিকা ছেদন॥ পঞ্চবটী বনে ছিল রাম লক্ষন সীতা। অকস্মাৎ কি ব্যাঘাত কি মজার কথা॥ নিকষার মেয়ে একটা ছিল কোড়ে রাঁড়ী। রাবনের ভগ্নী সেটা হতুম তুমে ছুঁড়ী॥ ঘরেতে থাকিতে ছুঁড়ী ভাল নাহি বাসে। খর দুষন সঙ্গে লয়ে সাগর পারে আসে॥ এখন তেমন সূর্পনখা অনেক দেখা যায়। ড্রেস পরে মটর চড়ে ময়দানে বেড়ায়॥ সেই সর্ব্বনাশী সূর্পনাখী পঞ্চবটী এল॥ রামরূপ দেখে তার মন ভুলে গেল॥ হইলাম দাসী পদে হে নীলবরন। আমার মদনানল কর নিবারন॥ উহু উহু মরি মরি প্রান কেমন করে। গেলাম গেলাম মলাম্ মলাম্ বাঁচাও কাম জ্বরে॥ খাপ খুলে দাঁড়াল ছুঁড়ী লাজের মাথা খেয়ে। রাম বলে পাপিনী তুই কোন কুলাচারের মেয়ে॥ ইসারা করিয়া রাম লক্ষনে দেখান। শুনে ছুঁড়ী তাড়া তাড়ি লক্ষন কাছে যান॥ রুষিলেন লক্ষন বীর ধনুকে জুড়ি বান॥ বিমুখ লইয়া তখন কাটিল নাক কান॥ তখন বলে সূর্পনখা, কি করিলি ওরে লক্ষা, কেনরে কাটিলিকান নাক। না হলি না হলি পতি, কেন কল্লি এ দুর্গতি, দুষ্ট মতি থাকরে ছোঁড়া থাক॥

কন্যের মত মেয়ে দিলি, পীরিতের সাধ মিটিয়ে দিলে, কেটে দিলি কেউ ছুঁবেনা আর। যৌবন যাচিব যারে, মুখ দেখে যাবে ফিরে, হ'লো আমার মুখ দেখান ভার॥ এ শরীরের মধ্যে নাক, না থাকলে ঘোর বিপাক, পতি, উপপতি জোটা ভার। সুবোধ পণ্ডিতে ভণে, নাক কাটা রমণীগণে, কেউ পোঁছে না, লোক জোটা তার ভার॥ লক্ষণে শাষিয়ে তখন রাবণ পাশে যায়। নাক্ কাটা দেখে রাবন করে হায় হায়॥ আদ্যোপান্ত কথা এখন শুনিল রাবণ। আগত বৎসরে হবে সীতার হরণ॥ যে গায় যে গাওয়ায় যে করে বা শ্রবণ। এতিন লোকের হয় নরকে গমন॥

উচিৎ কথা বলতে গেলে
আঁতে লাগে ঘা।
কলিকালে পয়সা থাকলে
বেশ্যা হয় মা॥

বলি আমায় পায় চিন্তে? যাবে হাতী কিন্তু খুব আমি মজবুত। মনের ক্ষোভে পয়সার লোভে, সেজেছি অদ্ভুদ॥ ক্ষ্যান্তমণি বাড়ীওয়ালী ছিল আমার কাছে। টাকা কড়ি অভাব হ'লে দিত মাঝে মাঝে॥ বাসতো ভাল ক্ষ্যান্তমণি খাওয়াত সন্দেশ। দুঃখের মধ্যে পেকে গেছলো সব মাথার কেশ॥ তার ছিল অনেক টাকা কড়ি পাকা ইমারত। কিস্তিতে ধার দিত টাকা লিখে নিয়ে খত॥ হঠাৎ এক দিন ক্ষ্যান্তমণির পেট নামানি হ'ল। হাত পা অবশ হ'য়ে শেষে চক্ষু বুজে মল॥ তখন মনে মনে সংগোপনে স্থির কল্লুম আমি। ছেলে হ'য়ে নিমতলায় গিয়ে কর্ব্বো মুখ-অগ্নি॥ তখন হাপুস নয়নে কেঁদে পাড়া কল্লুম মাৎ। হায় হায় ক্ষ্যান্তমণি মা আমার ম'ল অকস্মাৎ॥ বেঁচে যখন ছিল তখন অনেক দিনের ঝাঁজ। আমি এখন ছেলে তার ওয়ারিসানায়॥ মনে মনে ছিল আশা ঘুচবে দুঃখের ভার। সব হ'ল পণ্ড, লণ্ড ভণ্ড, কাছা নেয়াই সার॥ এমন সময় ক্ষ্যান্তমণির দেশের লোক এসে। দেখে গেল বাড়ীওয়ালী গিয়াছেন টেঁসে॥

আমি এখন ক্যাম্বেলির হ'য়েছি গো ছেলে। বিষয় আশয় টাকা কড়ি আমার করতলে॥ দেশের লোক দেশে তখন ফিরে চলে যায়। আমার কিন্তু পুড়ল কপাল হায় হায় হায়॥ ক্যাম্বেলির ভাগে ছিল দেশে কর্ত্তো চায়। কলকাতাতে এসে দিলে আমার গলায় ফাঁষ॥ তেড়ে এসে, কাছে ঘেঁসে, এমন দিলে চড়। উপুর হ'য়ে পথের মাঝে করি ধড় ফড়॥ অবশেষে পুলিস এসে ধরতে এল দেখে। ভোল ফিরিয়ে এসেছি আমি চুণ কালি মেখে॥ আমার মত অনেক বাবু এই রকমই করে। খুঁজলে পরে দেখতে পাবে ঐ মেছোবাজারে॥ আমার নাম চুণীলাল আঁতে লেগেছে ঘা। কলিকালে পয়সা থাকলে বেশ্যা হয় মা॥

বোকাবাবু স্ত্রীর ভেড়ো।

—স্বাধীন জেনানা দিচ্ছে নুড়া॥

কুটনীর উক্তি :—

আমি কুটনী, কে চেনে না জগৎ মাঝারে। আপিয়ে চল দেখবে বাগার বারান্দা উপরে॥ এর চেয়ে ভাল ছুড়ী আমি জুটিয়ে দোব। বাবুদের পছন্দ হ'লে তবে ত পয়সা পাব॥

স্ত্রীর উক্তি :—

প্রাণধন তব তরে, স্বামীরে দিয়েছি ছেড়ে, দেখো যেন ভুলনা দাসীরে। কুলমান খোয়াইলাম, তোমারে প্রাণ সঁপিলাম, চরণে ঠেলনা অভাগিরে॥ যত আশা ছিল মনে, মিটেছে তাহা এক্ষনে, তোমার পেয়েছি ও চরণ। যতনের ধন তুমি, হৃদয়ে রাখিব আমি, নিরখিব সদা ও বদন॥ দেখো নাথ ভুল নাকো, অধীনীরে মনে রেখো, আমি তব প্রেম ভিখারিনী। পলক তোমারে ছেড়ে, বিরহ দ্বিগুণ বাড়ে, শুন ওহে নয়নের মনি॥

উপপতীর উক্তি :—

শুন বলি প্রাণপ্রিয়ে, প্রাণ মন সব দিয়ে, হ'য়েছি লো প্রেমের সন্ন্যাসী। তবে বল বিধুমুখী, কেমনে ভুলিয়া থাকি, ওচরণে আছি দিবা

নিশি ॥ ৯ কণ্ঠে মুকুতার মালা, তুমি মম শশীকলা, তব জ্বালা প্রাণে কিলো সয়। যদিও ভিখারী হই, তোমা ছাড়া কভু নই, এ বচন জানিও নিশ্চয় ॥ মাতা পিতা নাহি জানি, তোমার চরণে ধনী, হয় যদি এ প্রাণ সংশয়। তাহাতেও নাহি ডরি, এত প্রাণে আশা করি, ভেবোনা প্রাণ নাহি কিছু ভয় ॥ তবে প্রিয়ে বলি আমি, আছে তব ক্রুদ্ধ স্বামী, তাহে প্রাণ সতত শিহরে। তুমি নারী বুদ্ধিমতি, ভাব একটী সৎযুক্তি, কি প্রকারে জব্দ করি তারে ॥

স্ত্রীর উক্তি :—

ভেবনা ভেবনা নাথ! করেছি নূতন মত, চোর বোলে দিব তারে ধ'রে। ঘুচিবে সকল জ্বালা, ঝড়িবে প্রেমের খেলা, কপালে যা লেখা আছে কে ঘুচাতে পারে ॥

স্বামীর উক্তি :—

আরে আরে কলঙ্কিনী, নাহি ডরে তোর প্রাণী, উপপতি সনে ক'স কথা। ভয় কি নাহিক প্রাণে, আমি যে আছি এখানে, এখনই চুর্ণিব তোর মাথা ॥ তুই বা কেরে পাষাণ্ড, করিলি সব লণ্ডভণ্ড, খণ্ড খণ্ড করিব রে তোরে। এখনই আনিব অস্ত্র, করিব দোঁহে দুরস্ত, পশুসম নাশিব তোদেরে ॥

স্ত্রীর উক্তি :—

কোথা আছ পাহারওলা এস ত্বরা করি। সর্ব্বস্ব হরিল চোর ঢুকে আমার বাড়ী ॥

পাহারাওলা।—ক্যা হ্যায়? ক্যা হ্যায়? গোলমাল ক্যা হোতা হ্যায়? আভি সব পাকাড়্‌কে লে জাগা। খাড়া হোকে ঘাঁট্টি পর, করতেহে সব জোর জার। মালুম হো জাগা হোনে দেও শ্যাম।

স্ত্রীর উক্তি :—

দেখ পাহারওলা সাহেব-বাবা, চুরি ক'রেছে অনেক মাল, ধরতে গেলাম—মারতে এলো তেড়ে, তাইতে গোলমাল। নিয়েছে অনেক মাল, সর্ব্বস্ব হরেছে এই চোরে ॥

পাহারওলার উক্তি :—

এ শালা চোট্টা হায় ? চল আভ্যি থানামে দোরস্ত হো যায়গা শালা।

উপপতির উক্তি :—

আমায় মারতে এলো তেড়ে। কাপড় চোপড় দিয়েছে ছিঁড়ে॥ ভারি পাজী এ বেটা ঢেঁটা। নিয়ে যাও ধয়ে ত্বরা, কেন মিছে আছ খাড়া, বক্‌শিস্ তবে মিলবে কিছু মোটা॥

স্বামীর উক্তি :—

(স্ত্রীর পায়ে ধরিয়া) ক্ষমা কর প্রাণেশ্বরী ধরি তব পায়। নিজগুণে ক'রে দয়া বাঁচাও অভাগায়॥ আগে না বুঝতে পেরে যে কাজ করেছি। সর্ব্বস্ব উইল ক'রে তোমাকে দিয়েছি॥ তাইতে পাই এত কষ্ট শুনলো সজনী। কিছুমাত্র দয়া তব নাহি কিলো ধনী॥

উড়ে বেয়ারার উক্তি :—

মলা মলা বংড়া দেশেড়্ এমতি চাড়্ ভত্মার হই কিরি মাই পোর-গোড় ধরিছি পরা। বাবু মোর গুটা কথা শুন্—একগুটা, দুগুটা, তিন গুটা—

গীত।

যাহারে মারি দিমি কঁটা।
বিষম লঠা আলকাতরা,
দিমি দিমি হবা চটা চটা॥
ভত্মার গোড় ধরিলা,
মাইপোকু টানি নলা,
দেখে মোর প্রেম আইলা,
খাউছি লটা পটা॥
কুটনী তো টঙ্কা নলা,
মাইপোকু সটাই দিলা,
বাবুকে ধরি নলা,
খাউছি চটা পটা॥

উপপতির উক্তি :—

সে কথা হইবে পরে, এখন তো যাও বাসর ঘরে, ধর্মাধর্ম চাহ যাহা, ভাবা যাবে পরে তাহা ॥ শুন তুমি প্রাণপ্রিয়ে, পুলিশ কোর্টেতে গিয়ে। কহিবে আজি আমারে, নিল ধর্ম্ম জোর করে, দিল কালী কুলেতে আমার। বুঝিবে এ বোকা বেটা, স্ত্রী স্বাধীনতা কত লেঠা, পুলিশেতে শাস্তি এবে পাইবে তাহার ॥ শুন ওহে পাহারওলা, বড়ই বিরহ জ্বালা, ত্বরা ক'রে এবেটারে দেখাও শ্রীঘর ॥

পাহারওলার উক্তি :—

সেলাম সেলাম বাবু। আভি শালা হোগা কাবু ॥

স্বামীর উক্তি :—

যা ক'রেছি খত্ দিই নাকে, চাজা হ'ল সব আমায় দেখে, আমার মত প'ড়োনা কেউ ফাঁকে ॥ ভদ্রলোকের সন্তান আমি, সাক্ষ্য সেই অন্তর্যামী, আশীর্ব্বাদ করি থাক সুখে ॥

উপপতির উক্তি :—

এবার চল প্রাণপ্রিয়ে, দুজনা গৃহে গিয়ে, থাকি সুখে প্রেমিক প্রেমিকায়। এতদিনে সকল ভয়, গেল গুলো যমালয়, চল চল চল প্রিয়ে বিলম্ব না সয় ॥ প্রেমের কি বলিহারি সকলই তার কারিকুরী, বাহাদুরী দেখ দুজনার। যদি কেউ প্রেমিক থাক, এসকল শিখে রাখো, প্রেমের তুফানে হবে পার ॥

গীত।

প্রেমিক প্রেমিকাকে করলো যতন।
করলো যতন দিয়ে যৌবন রতন ॥
এসেছি প্রেম বিকাতে,
যতনে এনেছি সাথে,
বিবেচনা ক'রে দেখ কারিকর কি যোগ্য দুজন ॥

প্রেম তরঙ্গ রসে ভরা,
স্বামী হ'লো আজ্ঞে মরা,
কারিকুরি বলিহারি বিধাতার ঘটন।
এই কলিতে, সব জেতেতে,
প্রেম ছাড়া কেউ নাই বিধাতার সৃজন॥
আমিও শিখেছি তাই,
সকল পাড়াতে বিলাই,
যত্ন করে রাখলে এ প্রেম মিলবে গো রতন॥

তোরা কে সারাবি বাত।

বেদের উক্তি :—

আমি বেদে খুব বড়। চতুর্ব্বেদ হার মেনেছে (ওগো) আমি এত দড়॥ আচার্য্য তোমার চলে গেছে দিন। বেদা ছেড়ে খুলেছ সপ ডাইং ক্লিনিং॥ চট্ট তোমার চটীর দোকান কাপড় দিয়ে জুতো ঝাড়। মুখুজ্জে তোমায় বল্‌বো কি, তুমিও ওয়াইন মর্চ্চেন্ট বেচতেছ হুইস্কি, হাড়ী শুঁড়ির অন্ন মেরে ব্যবসাদারী খুব কর॥ ভটচায্যি সাবাস দিই তোমার হোটেল নামে, চাটের দোকান চালাচ্ছ বেশ ভাই। বাবুদের যা দাও তা খায় খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই॥ গোঁসাইজি তোমায় কি বলি, শ্রীপাঠ তোমার খুলেছ ত হাড়কাটার গলি, খুব জাঁকাল ব্যবসা তোমার নাবালক্ কাপ্তেন ধর। বামুন ঠাকুর তোমরা যদি, ছেড়ে সকল বেদবিধি যা তা পেষা কর। আমি "বেদিয়া" থাকবো কেন "বেদা" নব বিধান দেব ফড় ফড়॥

বেদেনীর উক্তি :—

কে সারাবে বাত ? আমারা বেদেনী যত কোমর বেঁধে বাতের মারি জাত। আজকালকার দিনে, বাবুদের চলে না বাত বিনে, বাবুরা এক একজন বাতের ওস্তাদ॥ কারো বাত শুধু ফাঁকা, মুখে মারে লাখ পঞ্চাশ কাজে থাঁ থাঁ, কারো আগা গোড়া সব ঝুটো বাত, আসল থেকে বহু তফাৎ॥ কারো বাত তোতার মতন, শুনে যেমন, কপচায় সে তেমন,

বুঝে না কোন কথা, যা বলে তার নাইকো মাথা, সমে ফাঁক তাল বেতালে করে গো আঘাত ॥ কারো বাত খালি খোসামুদি, যার যখন খায় তার মত বাদী, কারো বাত বইছে নদী কর্ম্মেরবেলা কুপোকাৎ ॥ ঐসব বাত এক ফুঁকে সারি, ফুয়ে যার সারে না তাকে এই ঝাড়ু ঝাড়ি, এ ঝাড়ন নয় যেমন তেমন, ঝাড়লে রোগ পালায় ছুটে সাত হাত ॥

গীত।

কে সারাবি বাত আমারা বেদেনী বেদে, বাতের মারি জাত।
গেঁটে ঘুরঘুরে বাত পাত করি নির্ঘাত ॥
(ওগো) লম্বে আছে পুব, পশ্চিমে কিছুই যায়নাকো বাদ ॥
আমাদের যে আছে রস, কোথায় লাগে আনারস
সদা করে টস্ টস্ খেলে ফুর্ত্তি দিন রাত ॥
আমাদের ওষুধের বশে, বাঁজার পেটে ছেলে আসে
পেট পোড়াতে গর্ভ নাসে বেশ্যার হয় গর্ভপাত।
তুলতে পারি চোখের ছানি, পালা হটকর ওষুধ জানি
বার মুখোকে বেঁধে আনি, করাই মাগের পায়ে কুপোকাৎ ॥
ফুঁক ফাঁকেতে পেত্নী ঝাড়ি, ফুয়ে না হ'লে ঝাড়ু মারি,
এক ঝাড়ন নয় যেমন তেমন দুচার ঘায়ে বাজি মাৎ ॥

পোকুড়িওয়ালা।

গীত।

আয় আয় কে নিবি তোরা গরম পোকুড়ি, আহা আ মরি মরি।
আমি এই যত্ন ক'রে, এনেছি গো তোদের তরে,
বেচি সব ঘরে ঘরে, পয়সায় দুকুড়ি ॥
লঙ্কা বাটা খোসা ডালে, টাটকা ভাজি আগুন জেলে,
পশ্চাবী সব একবার খেলে, রসে গাল ভরি ॥
আমার এ পকুড়ী খেলে, বাঁজা মাগীর হয় যে ছেলে,
যুবতীর পতি মিলে, লাগে খুস্তরী ॥
দেখলে এই পোকুড়ী গুণ, আপশোষে হবিগো খুন,
নানা জ্বালায় জলবি দ্বিগুণ, বুড়ী হয় ছুঁড়ি ।
গরম গরম ভারি মজা, কোথায় লাগে পাঁপর ভাজা,
সকল খাবারের রাজা দাঁতে সুন্দরী ॥